আগস্ট ২০১৫, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২২

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমা

আমার খুব ভালো লাগে যখন দেখি বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন উদ্যোগ সারাবিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে। ব্যাংকের কর্মকর্তারা এখন অনেক দক্ষ।

শহীদউদ্দিন মাহমুদ
প্রাক্তন যুগ্মপরিচালক

স্মৃতিময় দিনের এবারের অতিথি বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রাক্তন যুগ্মপরিচালক শহীদউদ্দিন মাহমুদ। তিনি জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগে (বর্তমানে ডিসিপি) কর্মরত ছিলেন। ১৯৭৫ সালে তিনি সিনিয়র প্রুফরিডার পদে যোগদান করেন। ২০০৩ সালের ৯ অক্টোবর জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগ থেকে যুগ্মপরিচালক হিসেবে অবসরে যান। প্রবীণ এই কর্মকর্তার সঙ্গে আলাপচারিতায় উঠে এসেছে ব্যাংকে তাঁর চাকরিজীবন ও কর্মকালীন নানান অভিজ্ঞতার কথা।

আপনার চাকরিজীবনের শুরুর দিকের কথা জানতে চাই -

স্বাধীনতার আগে আমি তৎকালীন পাকিস্তানের একটি প্রিন্টিং কর্পোরেশনে কাজ করতাম। সেখানে ১৯৬২ সাল থেকে স্বাধীনতা পরবর্তী ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত চাকরি করি। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে বাংলাদেশ ব্যাংকের জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগে সিনিয়র প্রুফরিডার পদে যোগদান করি।

জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের শুরুর দিকের অবস্থা কেমন ছিল ?

বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যান্য বিভাগের মতো জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগ আগে খুব ছোট একটি বিভাগ ছিল। ১৯৭৫ সালের ২ এপ্রিল মাত্র ১২ জনকে নিয়ে এই বিভাগের কার্যক্রম শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগের নাম পরিবর্তন করে ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স নামকরণ করা হয়।

'স্ত্রী ফাতেমা শহীদ আমার অবসর জীবনের সার্বক্ষণিক সঙ্গী'- শহীদউদ্দিন মাহমুদ

আপনি তো দীর্ঘদিন জনসংযোগ ও প্রকাশনা বিভাগে কাজ করেছেন। আপনাদের সময়কার প্রকাশনাগুলো কেমন ছিল ?

শুরুর দিকে ১২টির মতো প্রকাশনা বের হতো নিয়মিতভাবে। নিয়মিত প্রকাশনার শিরোনাম এখনও আগের মতোই আছে তবে প্রকাশনার মান ও সৌকর্য পূর্বের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে প্রকাশনাগুলোর মুদ্রণমানও আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে।

প্রকাশনার পাশাপাশি আর কী কাজ করতেন ?

প্রকাশনার মুদ্রণ কাজের পাশাপাশি বিতরণের কাজটি আমি তত্ত্বাবধান করতাম। বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রকাশনাগুলো ব্যাংকের ভেতরে বিতরণ থেকে শুরু করে সচিবালয়, বিভিন্ন মন্ত্রণালয় আর সরকারি নানান প্রতিষ্ঠানে বিতরণের কাজটি আমি সফলতার সাথে দীর্ঘদিন তত্ত্বাবধান করেছি। খুব দায়িত্বশীলতার সাথে এই কাজটি করতাম বলে চাকরিজীবনে অনেক সুনাম কুড়িয়েছি।

আপনার পরিবার সম্পর্কে জানতে চাই।

আমি বর্তমানে আমার স্ত্রী, পুত্র ও পুত্রবধূদের সাথে একসাথে বসবাস করছি। স্ত্রী ফাতেমা শহীদ আমার অবসর জীবনের সার্বক্ষণিক সঙ্গী। আমার দুই ছেলে ও এক মেয়ে। আমরা ঢাকার মুগদাতে নিজের বাড়িতে থাকি। কোরআন তেলাওয়াত, নামাজ-কালাম আর বিশ্রাম করেই আমার সময় কেটে যায়।

বাংলাদেশ ব্যাংকে কর্মকালীন কোনো সুখকর স্মৃতি কি মনে পড়ে ?

বাংলাদেশ ব্যাংকে কাজ করার ভালো-মন্দ সব মিলিয়ে নানান অভিজ্ঞতা রয়েছে। আমি যখন কাজ করতাম তখন সবার সাথে আমার খুব আন্তরিকতা ছিল। দীর্ঘ ২৮ বছর চাকরিজীবনে সবসময় উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের প্রশংসা পেয়েছি। এই সুনাম ও আন্তরিকতাই আমার বড় প্রাপ্তি। আমার খুব ভালো লাগে যখন দেখি বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন উদ্যোগ সারাবিশ্বে প্রশংসিত হচ্ছে। ব্যাংকের কর্মকর্তারা এখন অনেক দক্ষ।

ব্যাংকের নবীন কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন কি ?

নবীন কর্মকর্তারা সততা ও নিষ্ঠার সাথে নিজেদের দায়িত্ব পালন করবেন, ব্যাংকের সুনাম বৃদ্ধিতে ভূমিকা রাখবেন। বর্তমান ও পুরোনো সকল সহকর্মীকে সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবেন। দক্ষতা ও নিষ্ঠার সাথে কাজ করে তাঁরা ব্যাংক ও দেশের মর্যাদা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবেন- এটাই প্রত্যাশা। ধন্যবাদ।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

সম্পাদনা পরিষদ

- **উপদেষ্টা**
  ম. মাহফুজুর রহমান
- **সম্পাদক**
  এফ. এম. মোকাম্মেল হক
- **বিভাগীয় সম্পাদক**
  মোঃ জুলকার নায়েন
  সাঈদা খানম
  মহুয়া মহসীন
  নুরুন্নাহার
  ইন্দ্রাণী হক
  মোহাম্মদ হুমায়ন রশিদ
- **গ্রাফিক্স**
  ইসাবা ফারহীন
  তারিক আজিজ
- **আলোকচিত্র**
  মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান

২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেট নিয়ে সেমিনার অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ২৪ জুন ২০১৫ গবেষণা বিভাগ এবং চিফ ইকোনমিস্টস্ ইউনিটের যৌথ উদ্যোগে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের জাতীয় বাজেট নিয়ে এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান। এছাড়াও ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম ও চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী, প্রধান অর্থনীতিবিদ ড. বিরূপাক্ষ পাল, নির্বাহী পরিচালকবৃন্দ এবং কেন্দ্রীয় ব্যাংকের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে আলোচক হিসেবে ছিলেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব হাবিবুর রহমান ও সিনিয়র সহকারী সচিব ঊর্মি তামান্না।

সেমিনারে বক্তব্য রাখছেন গভর্নর ড. আতিউর রহমান

শুরুতেই স্বাগত বক্তব্য দেন বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান অর্থনীতিবিদ বিরূপাক্ষ পাল। তিনি বলেন, দেশের দুইটি প্রধান প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ ব্যাংক ও সরকারের অর্থ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে এমন সমন্বিত উদ্যোগে বাজেটের মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনার আয়োজন প্রশংসার দাবিদার। তিনি আশা প্রকাশ করেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের আয়োজনে এ সেমিনারে উঠে আসা বিষয়গুলো যদি মন্ত্রণালয় থেকে অংশ নেয়া প্রতিনিধিবর্গ বিবেচনায় নেন তাহলে বাজেট আরও জনমুখী ও কার্যকরী হবে।

অনুষ্ঠানে তিনটি পর্বে ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বাজেটের নানা দিক নিয়ে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন দেন চিফ ইকোনমিস্টস্ ইউনিটের বিভিন্নস্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ। এসময় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের বাজেট নিয়ে উত্থাপিত আলোচনা-সমালোচনার জবাব দেন অর্থ মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব হাবিবুর রহমান ও সিনিয়র সহকারী সচিব ঊর্মি তামান্না।

সেমিনারে চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী বলেন, দেশের প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের যদি নিজস্ব আয়-ব্যয়ের সঠিক হিসাব থাকত ও রাখা হতো, তাহলে বাজেট আরও জনমুখী করা সম্ভব হতো। পর্যায়ক্রমে প্রত্যেকটি স্বায়ত্তশাসিত বিশেষ করে আয় সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে নিজস্ব আয়ের মধ্য দিয়ে ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয় কাজ তদারকি করতে পারলে সরকার ও রাষ্ট্রের ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহের খরচ নিয়ে ভাবতে হতো না। এতে করে নাগরিকদের জীবনমান এবং আয়ের পথ আরও প্রশস্ত হতো।

প্রধান অতিথি গভর্নর ড. আতিউর রহমান বক্তব্যের শুরুতেই অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিবর্গের উপস্থিতিতে এমন আয়োজনের প্রশংসা করেন। একইসাথে মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা বাজেট নিয়ে খোলাখুলি প্রশ্নের জবাব ও নিজেদের সীমাবদ্ধতাগুলো অকপটে স্বীকার করায় ধন্যবাদ জানান। গভর্নর বলেন, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতো অন্য জাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে স্বচ্ছতা, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা থাকলে সরকারের আয়ব্যয়ের হিসাব-নিকাশসহ বাজেট ব্যবস্থাপনা আরও আধুনিক হতো।

গভর্নর ড. আতিউর রহমান বলেন, বিনিয়োগের জন্য শুধুমাত্র সুদের হারই বাধা নয়, আমাদের মার্কেট ইকোনমিক্সও মাথায় রাখতে হবে। তিনি আরও বলেন, অর্থনৈতিক পরিবেশ ত্বরান্বিত করার জন্য ২০০ মিলিয়ন ডলারের গ্রিন ফান্ড তৈরি হচ্ছে, সেখান থেকে ৩১% এর উপরে যাবে বিনিয়োগ খাতে। বর্তমানে অর্থ তারল্যের সমস্যা নেই, তাই সুদের হার কমছে। অন্যদিকে মনিটারি সুপারভিশনও বেড়েছে, এ কারণে ব্যাংকগুলো কোয়ালিটি লোন দিতে পারবে, তাই ব্যাংকগুলোকেও তাদের সুশাসন বাড়াতে হবে বলে তিনি মত প্রকাশ করেন।

গভর্নর বলেন, এক বিলিয়ন ডলার দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নের জন্য বরাদ্দ করা হবে। প্রাইভেট বিনিয়োগ বাড়ানো দরকার। বিদেশি রেমিট্যান্স ব্যবহারের জন্য প্রাইভেট সঞ্চয়পত্র তৈরি করা যেতে পারে। তিনি বলেন, একটি রেগুলেটর দরকার, যাতে রেমিট্যান্স প্রেরণকারীরা সেই রেগুলেটরের আওতায় বিনিয়োগ করতে পারেন। গভর্নর ড. আতিউর রহমান আশা প্রকাশ করে আরও বলেন, সরকার যদি বাংলাদেশ ব্যাংককে এ ব্যাপারে দায়িত্ব দেয় তবে তা কয়েক বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্ভব হবে। ব্যাংকগুলোকেও দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগে যেতে হবে। বাংলাদেশ ব্যাংক এসএমই-ফিন্যান্সিংয়ের ক্ষেত্রে জনবল দক্ষতার উন্নয়নে যেভাবে জোরালো ও গতিশীল কার্যক্রম গ্রহণ করে চলেছে সেটিকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে গভর্নর বলেন, এমনিভাবে অর্থ মন্ত্রণালয়কেও এগিয়ে আসতে হবে, প্রয়োজনে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সাথে কাজ করতে হবে। সবশেষে প্রধান অর্থনীতিবিদ বিরূপাক্ষ পালের ধন্যবাদ বক্তব্যের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ হয়।

তিন ধরনের বন্ডের উৎসে কর প্রত্যাহার

তিন ধরনের বন্ডের ওপর থেকে উৎসে আয়কর প্রত্যাহার করা হয়েছে। এর ফলে এসব বন্ডে বিনিয়োগের বিপরীতে যে সুদ পাওয়া যাবে, তা থেকে আর কোনো উৎসে কর কাটা হবে না। বাংলাদেশ ব্যাংক ৮ জুলাই ২০১৫ এক নির্দেশনায় এ তথ্য জানিয়েছে। যে তিনটি বন্ডের ওপর থেকে উৎসে কর প্রত্যাহার করা হয়েছে সেগুলো হলো- ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড এবং ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড।

উৎসে আয়কর প্রত্যাহারের এ সিদ্ধান্তটি ১ জুলাই ২০১৫ থেকে কার্যকর হয়েছে বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এ নির্দেশনায় বলা হয়।

এ ছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অপর এক নির্দেশনায় বলা হয়েছে, বিদেশি ঋণের বিপরীতে জামিনদার ইস্যু করার ক্ষেত্রে এখন আর বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন প্রয়োজন হবে না। বিদেশি ঋণদাতার অনুকূলে ঋণগ্রহীতার দেওয়া করপোরেট, ব্যক্তিগত ও তৃতীয় পক্ষের জামিন (গ্যারান্টি) ইস্যুর ক্ষেত্রে এখন থেকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের অনুমোদন নিতে হবে না। তবে এ ধরনের ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ বোর্ডের অনুমোদন লাগবে।

এসএমই ঋণ সংক্রান্ত ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত

সভায় বক্তব্য রাখছেন নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত

বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের জাহাঙ্গীর আলম কনফারেন্স হলে ৬ জুলাই ২০১৫ দেশের সকল বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান নির্বাহীগণের সাথে জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫ ত্রৈমাসিকে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সংক্রান্ত এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের দায়িত্বপ্রাপ্ত নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত। সভায় ৫৬টি ব্যাংকের প্রধান নির্বাহী ও তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ অংশ নেন। এসময় বাংলাদেশ ব্যাংকের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের মহাব্যবস্থাপক, উপমহাব্যবস্থাপকসহ বিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ অংশ নেন।

সভার শুরুতেই নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত স্বাগত বক্তব্য দেন। সভার আলোচ্যসূচির মধ্যে ছিল, জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫ ত্রৈমাসিকে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে বিতরণ কার্যক্রমের উপর পর্যালোচনা ও লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে করণীয় বিষয়ে আলোচনা। সভায় এসএমই খাতে ঋণ আদায়ের বাৎসরিক লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ ও আদায় কার্যক্রম জোরদারকরণেও মতামত নেয়া হয়।

এছাড়াও নারী উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং প্রত্যেক ব্যাংক শাখা হতে তিনজন করে নারী উদ্যোক্তাকে ঋণ বিতরণের বিষয়গুলো আলোচনায় প্রাধান্য পায়।
শিল্প খাত ও গ্রামাঞ্চলে ঋণ প্রবাহ বৃদ্ধির উপায় নিয়ে পরামর্শ জানাতে বলেন নির্বাহী পরিচালক নির্মল চন্দ্র ভক্ত। বিভিন্ন ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও তাদের প্রতিনিধিবর্গ এ বিষয়ে আলোচনায় অংশ নেন।

এছাড়া তৃতীয় লিঙ্গের উদ্যোক্তা, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত উদ্যোক্তা, প্রতিবন্ধী ও রাখাইনসহ সকল উপজাতি উদ্যোক্তাকে এসএমই খাতে ঋণ প্রদান কর্মসূচিতে কিভাবে আরও সম্পৃক্ত করা যায় সেসবও আলোচিত হয়। দেশব্যাপী সম্ভাবনাময় ও অর্থায়নযোগ্য ক্লাস্টার খুঁজে বের করা ও বিভিন্ন ক্লাস্টারের উপর সার্বিক আলোচনা, এসএমই বিষয়ে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মকর্তাসহ উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ এবং এসএমই ঋণের রিপোর্টিং ও কমপ্লায়েন্স, বিদ্যমান এসএমই ঋণ নীতিমালা বাস্তবায়ন ও সাম্প্রতিক জারিকৃত সার্কুলারগুলোর উপর বিস্তারিত আলোচনা হয় এ সভায়। এসএমই ও নারী উদ্যোক্তা গ্রাহকদের বিভিন্ন অভিযোগ প্রসঙ্গেও আলোচনা হয়।

উল্লেখ্য, পরের দিন ৭ জুলাই ২০১৫ দেশের সব নন-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহীগণের সঙ্গে জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫ ত্রৈমাসিকে এসএমই খাতে ঋণ লক্ষ্যমাত্রা ও বিতরণ কার্যক্রমের একই বিষয়গুলো নিয়ে পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

লাইব্রেরি ও ই-জার্নাল ব্যবহারবিধি সংক্রান্ত ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরিকে ডিজিটাল লাইব্রেরি হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে কয়েক বছর যাবৎ বিভিন্ন প্রকাশকের ই-জার্নাল / ই-বুকস্ সংগ্রহ করা হচ্ছে। বর্তমানে ৪১টি বিশ্বখ্যাত প্রকাশকের প্রায় ২৫ হাজার টাইটেলের অর্থনীতি, ব্যাংক ও ব্যাংকিং, ফিন্যান্স প্রভৃতি বিষয়ের ই-জার্নাল / ই-বুকস্ অনলাইনে পাওয়া যাচ্ছে যা বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয়সহ শাখা অফিসগুলোতে অনলাইনে পড়া, ডাউনলোড বা প্রিন্ট করার সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও উন্নয়নশীল দেশের জন্য বিনামূল্যে আরও তিনটি ডেটাবেজ, যথা-HINARI, OARE, AGORA - এর চিকিৎসা বিজ্ঞান, সামাজিক বিজ্ঞান, কৃষি ও পরিবেশ বিজ্ঞানের প্রায় ১১ হাজার টাইটেলের অনলাইন জার্নাল বাংলাদেশ ব্যাংকের সর্বস্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে।
উল্লিখিত লাইব্রেরি রিসোর্সসমূহ ব্যবহারের যথোপযুক্ত নির্দেশনা ও বিভিন্ন প্রকাশকের বিভিন্ন ব্যবহারবিধি থাকায় ব্যাংক কর্মকর্তারা অনলাইনে ই-জার্নাল / ই-বুকস্ এর সর্বোত্তম ব্যবহার করতে অনেক সময় সক্ষম হননা। তাই এগুলোর ব্যবহার পদ্ধতি এবং আমেরিকান সেন্টার লাইব্রেরি ও ব্রিটিশ কাউন্সিল লাইব্রেরি হতে প্রাপ্ত সুযোগ-সুবিধা ও এই প্রতিষ্ঠানগুলোর সেবা গ্রহণবিধি অবহিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরি কর্তৃক সম্প্রতি একটি ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম অনুষ্ঠিত হয়।

এ পর্যন্ত প্রোগ্রামটির ছয়টি পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছে, যাতে ব্যাংকের সব বিভাগের অফিসার হতে যুগ্মপরিচালক পর্যন্ত সর্বমোট ১৪১ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন এবং লাইব্রেরির সকল কার্যক্রম সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত হন। ব্যাংক কর্মকর্তাদের জন্য লাইব্রেরির এই কার্যক্রমটি চলমান থাকবে।

ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে উপস্থিত ব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দ

আমেরিকান সেন্টার প্রতিনিধিদলের বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরি পরিদর্শন

আমেরিকান সেন্টারের সাথে রিসোর্স শেয়ারিংয়ের উদ্দেশ্যে ঢাকাস্থ আমেরিকান সেন্টারের চার সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ১৪ জুন ২০১৫ বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরি পরিদর্শন করেন। প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন আমেরিকান সেন্টারের ইনফরমেশন রিসোর্স অফিসার উইলিয়াম সি মিডলটন।

এসময় তাঁরা ব্যাংকের কনফারেন্স হলে 'Information and Experience Exchange between Bangladesh Bank Library and American Centre, Dhaka' শীর্ষক প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেন। উক্ত প্রোগ্রামে সভাপতিত্ব করেন গবেষণা বিভাগের মহাব্যবস্থাপক আব্দুল আউয়াল সরকার। উভয় প্রতিষ্ঠানের সেবা ও কার্যক্রমসমূহ পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে উপস্থাপন করেন আমেরিকান সেন্টারের পক্ষে কালচারাল অ্যাফেয়ার্স অফিসার ক্যালভিন হেইজ এবং বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরির পক্ষে উপমহাব্যবস্থাপক তাসনিম ফাতেমা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরির উপমহাব্যবস্থাপক মুহাঃ মহিউদ্দিন হাওলাদার।

এসময় ব্যাংক লাইব্রেরিতে 'আমেরিকান শেলফ' স্থাপনের বিষয়ে আলোচনা হয়। এছাড়া লাইব্রেরির ল্যাঙ্গুয়েজ কর্নার ব্যবহারকারীদের জন্য আমেরিকান সেন্টার কর্তৃক আয়োজিত উচ্চ শিক্ষা কার্যক্রম সংক্রান্ত বিভিন্ন ওয়ার্কশপে বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তা প্রেরণের বিষয়ে কার্যকর আলোচনা হয়। প্রোগ্রাম শেষে প্রতিনিধিদল বাংলাদেশ ব্যাংক লাইব্রেরি পরিদর্শন করেন।

লাইব্রেরি পরিদর্শনকালে প্রতিনিধিদলটি বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর মোঃ আবুল কাসেম এবং চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং স্মারক প্রদান করেন।

চট্টগ্রাম অফিস

মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী ১৭ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সভায় সভাপতিত্ব করেন চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার। সভায় চট্টগ্রাম অফিসের যুগ্মব্যবস্থাপক/ যুগ্মপরিচালক ও তদূর্ধ্ব পদমর্যাদার কর্মকর্তাগণ

ডেপুটি গভর্নরের হাতে শুভেচ্ছা উপহার তুলে দিচ্ছেন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ

এবং অফিসের সকল সংগঠনের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় বক্তাগণ চট্টগ্রাম অফিসের জনবল সংকট, পরিবহন সংকটসহ বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে ডেপুটি গভর্নরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ডেপুটি গভর্নর এস. কে. সুর চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে চট্টগ্রাম অফিসের এসকল বিষয় অবগত আছেন এবং এ অফিসের প্রতি তাঁর বিশেষ আন্তরিকতা রয়েছে মর্মে সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাদের জানান। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের চৌকস কর্মকর্তা হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার জন্য পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন সুবিধা যথাসম্ভব প্রদানের আশ্বাস দেন তিনি।

শত ব্যস্ততার মাঝেও চট্টগ্রাম অফিসকে সময় দেবার জন্য ডেপুটি গভর্নরকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ সংক্রান্ত এএমএল/ সিএফটি বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

প্রশিক্ষণ কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশ ফিন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) এর তত্ত্বাবধানে আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেডের সহযোগিতায় ২৩ মে ২০১৫ চট্টগ্রাম অঞ্চলে অবস্থিত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শাখা মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ পরিপালন কর্মকর্তাদের নিয়ে এএমএল/সিএফটি বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক ও বিএফআইইউয়ের অপারেশনাল হেড মোঃ নাসিরুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণের উদ্বোধন ঘোষণা করেন। এছাড়াও বিএফআইইউয়ের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আবু জাফর এবং যুগ্ম পরিচালক মোহম্মদ মাহবুব আলম দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠানে রিসোর্স পার্সন হিসেবে যোগদান করেন।

প্রধান অতিথি মোঃ নাসিরুজ্জামান তাঁর বক্তব্যে নিয়মিত তদারকির মাধ্যমে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে অর্থায়ন কার্যক্রম হতে আর্থিক খাতকে ঝুঁকিমুক্ত রাখতে সচেষ্ট থাকার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়া, এপিজি কর্তৃক বাংলাদেশের তৃতীয় দফা মিউচুয়াল ইভালুয়েশন আগামী অক্টোবরে সম্পন্ন হবে জানিয়ে এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতা কামনা করেন। তিনি বলেন, প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব নজরদারি যত জোরদার হবে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ কার্যক্রম তত ত্বরান্বিত হবে।

উল্লেখ্য, ওয়ার্কিং পর্বে Overview & Legal framework of ML/TF, AML/CFT Compliance Requirements- Risk and Vulnerabilities & Reporting Procedures, KYC Compliance Procedure এবং Responsibilities of BAMLCOs এর উপর সেশন পরিচালিত হয়।

খুলনা অফিস

পরিবেশবান্ধব সারের উৎপাদন সম্প্রসারণে ঋণ বিতরণ

পরিবেশবান্ধব কেঁচো কম্পোস্ট সারের উৎপাদন কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের উদ্যোগে ও জনতা ব্যাংক লিমিটেড, ঝিনাইদহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের সহযোগিতায় সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তাদের মাঝে প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ কর্মসূচি ৩১ মে ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার পৌরসভা অডিটোরিয়ামে ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম আনার। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা, খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন ও কালীগঞ্জ পৌরমেয়র মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। জনতা ব্যাংক লিমিটেড, বিভাগীয় কার্যালয়, খুলনার মহাব্যবস্থাপক মোস্তফা জালাল উদ্দিন আহমেদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগের মহাব্যবস্থাপক প্রভাষ চন্দ্র মল্লিক। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জনতা ব্যাংক লিমিটেড, ঝিনাইদহ আঞ্চলিক কার্যালয়ের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ মুকুল হোসেন। ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠানে ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার কেঁচো কম্পোস্ট সার উৎপাদনের সাথে জড়িত প্রায় ৫০০ জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীদের মধ্য হতে নির্বাচিত উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে প্রকাশ্যে ঋণ বিতরণ করা হয়। এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনার কৃষি ঋণ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক অসীম কুমার মজুমদার ও ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড, আঞ্চলিক কার্যালয়, খুলনার ইভিপি এ এন এম নাজমুল বারী উপস্থিত ছিলেন।

ঋণ বিতরণ অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

'নির্ঝর' এর মোড়ক উন্মোচন

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, খুলনার বার্ষিক ম্যাগাজিন 'নির্ঝর' প্রায় এক যুগ পর প্রকাশিত হয়েছে। ৮ জুন ২০১৫ এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে ম্যাগাজিনের মোড়ক উন্মোচন করা হয়। মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন ও বিশেষ অতিথি হিসেবে মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক, ব্যাংক ক্লাবের কর্মকর্তাবৃন্দ, সাহিত্যানুরাগী কর্মকর্তা-কর্মচারী ও নির্ঝর সম্পাদনা পরিষদের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ক্লাবের সভাপতি উপপরিচালক মোঃ মনজুর রহমান। সঞ্চালনায় ছিলেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক যুগ্ম ব্যবস্থাপক (ক্যাশ) মোঃ রুহুল আমিন।

নির্ঝর ম্যাগাজিনটির সম্পাদনা পরিষদপ্রধানের দায়িত্ব পালন করেছেন উপমহাব্যবস্থাপক নির্ম্মল কুমার সরকার। প্রকাশনার মূল উদ্যোগে ছিলেন ক্লাবের সাহিত্য ও পাঠাগার বিষয়ক সম্পাদক উপব্যবস্থাপক মোল্লা আল মাহমুদ।

'নির্ঝর' এর মোড়ক উন্মোচন করছেন নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন

ব্যাংক প্রাঙ্গনে এটিএম বুথ স্থাপন

খুলনা অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সুবিধার্থে অফিস প্রাঙ্গনে স্থাপন করা হয়েছে ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেডের এটিএম বুথ। ৯ জুন ২০১৫ তারিখে নির্বাহী পরিচালক (চলতি দায়িত্বে) প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র আনুষ্ঠানিকভাবে বুথের উদ্বোধন করেন। এছাড়াও বিভিন্ন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক, ব্যাংকের বিভিন্ন সংগঠন ও বাংলাদেশ ব্যাংক কর্মচারী সমবায় সমিতি লিমিটেড, খুলনার নেতৃবৃন্দ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। নির্বাহী পরিচালক খুলনা কো-অপারেটিভ হিসাবের টাকা ডিবিবিএল বুথ থেকে উত্তোলন করার সুবিধা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় সফ্টওয়্যারসহ আনুষঙ্গিক সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন এবং এ বিষয়ে খুলনা কো-অপারেটিভ নেতৃবৃন্দকে উদ্যোগ গ্রহণ করার আহবান জানান।

চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীর সন্তানদের জন্য চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা-২০১৫ অফিসের সভাকক্ষে ২৯ মে ২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি ছিলেন খুলনা অফিসের মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র। উল্লেখ্য, প্রধান কার্যালয়ের অফিস নির্দেশে অন্যান্য শাখা অফিসের মতো খুলনা অফিসেও এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। এতে ব্যাংকের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণিতে অধ্যয়নরত ২৮জন ছেলেমেয়ে দুইটি বিভাগে বিভক্ত হয়ে অংশগ্রহণ করে।

প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারীদের সাথে নির্বাহী পরিচালক

খুলনা অফিস

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ ব্যাংক ক্লাব, খুলনার বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ১৬ জুন ২০১৫ অফিসের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন প্রধান অতিথি এবং মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বার্ষিক ক্রীড়া, কোরআন তেলাওয়াত, সাহিত্য ও সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাংক ক্লাবের সভাপতি ও উপপরিচালক মোঃ মনজুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্মব্যবস্থাপক (ক্যাশ) মোঃ রুহুল আমিন।

বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন

ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

খুলনা অফিসের সভাকক্ষে ২১ মে ২০১৫ তারিখে 'ঋণ শ্রেণিকরণ ও প্রভিশনিং' বিষয়ক দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। বিবিটিএ এবং খুলনা অফিসের সহযোগিতায় অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় বিভিন্ন তফসিলি ব্যাংকসহ বাংলাদেশ ব্যাংকের মোট ৪০জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। দিনব্যাপী এ কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা অফিসের নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন। বিশেষ অতিথি ছিলেন মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্র। রিসোর্স পারসন হিসেবে বিবিটিএ'র উপমহাব্যবস্থাপক শেখ মোঃ সেলিম সেশন পরিচালনা করেন। তাঁর সহযোগী ছিলেন বিবিটিএ'র উপপরিচালক (এমই) মোঃ রেজাউল করিম। কর্মশালার সার্বিক সমন্বয়ের দায়িত্ব পালন করেন খুলনা অফিসের উপপরিচালক সনজয় কুমার দাস।

কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে নির্বাহী পরিচালক ও অতিথিবৃন্দ

টুঙ্গিপাড়ায় নির্বাহী পরিচালক

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজারে শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন কর্মকর্তাবৃন্দ

গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মাজারে বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা অফিসের পক্ষ হতে ৮ মে ২০১৫ শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। নির্বাহী পরিচালক মহাঃ নাজিমুদ্দিন, মহাব্যবস্থাপক প্রকাশ চন্দ্র ভদ্রসহ অফিসের বিভিন্ন বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপকগণ এতে যোগ দেন। কর্মকর্তাবৃন্দ ঐ দিন সকালে জাতির পিতার মাজারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন। এরপর মাজার জিয়ারত ও ফাতেহা পাঠের মধ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

বরিশাল অফিস

জালনোট প্রতিরোধ সংক্রান্ত মতবিনিময় সভা

মতবিনিময় সভায় বক্তব্য রাখছেন নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা

পবিত্র রমজান মাসে জালনোটের বিস্তার প্রতিরোধের লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে এক মতবিনিময় সভা ৫ জুলাই ২০১৫ বরিশাল অফিসের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রধান কার্যালয়ের নির্বাহী পরিচালক শুভঙ্কর সাহা। সভাপতিত্ব করেন বরিশাল অফিসের মহাব্যবস্থাপক নূরুল আলম কাজী। সভায় বরিশাল অফিসের সকল উপমহাব্যবস্থাপক, বরিশাল অঞ্চলের তফসিলি ব্যাংকসমূহের আঞ্চলিকপ্রধান ও প্রধান শাখার ব্যবস্থাপক, সিআইডি, র‍্যাবসহ জেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথি জালনোটকারীদের তৎপরতা প্রতিরোধে সতর্ক থাকার জন্য কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। সভায় আসল নোটের ফিচার মোবাইল ফোনে দেয়া, জালনোটের সম্ভাব্য লেনদেন স্থলে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিনিধিসহ মোবাইল টিম বহাল, প্রচারকাজে তথ্য অফিসকে সম্পৃক্তকরণ, জালনোটের নির্দোষ ধারককে পুলিশে সোপর্দের আইন সংশোধন এবং জালনোট প্রতিরোধ কার্যক্রমে পোস্ট অফিস, এনজিও ও কুরিয়ার সার্ভিসসমূহকে সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব উঠে আসে।

সিলেট অফিস

মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যাংকিং প্রধান ও চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার ২৩ জুন ২০১৫ সিলেট অফিসের বিভিন্ন বিভাগের কর্মকর্তাগণের সাথে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ, বৈদেশিক মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, কৃষি ঋণ বিভাগ, এসএমই এন্ড এসপিডির কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন।

সভায় নির্বাহী পরিচালক সকলকে নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালনের নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া যুগোপযোগী ও আধুনিক নীতিমালা সম্বলিত যে সকল সার্কুলার সম্প্রতি জারি করা হয়েছে, সে বিষয়গুলো সম্পর্কে সকলেই যাতে ওয়াকিবহাল থাকে এবং ব্যাংকসমূহ এগুলো পরিপালনে সচেষ্ট ও যত্নবান হয় তা বিশেষভাবে তদারকির জন্য তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।

প্রধান অতিথি ব্যাংক শাখাসমূহ পরিদর্শনকালে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা, নারী উদ্যোক্তাসহ অন্যদের এসএমই ঋণ প্রদান, গ্রিন ফাইন্যান্সিং ইত্যাদি বিষয় অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তদারকির জন্য বিশেষ নির্দেশ দেন। মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন নির্বাহী পরিচালকের নির্দেশনাসমূহ যথাযথ পরিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আহ্বান এবং ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

এসএমই ঋণ বিষয়ক সভা

সিলেট অফিসের সম্মেলনকক্ষে ২৪ জুন ২০১৫ এসএমই ঋণ বিতরণের অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক ত্রৈমাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলের আঞ্চলিক ব্যাংকিং প্রধান ও বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের নির্বাহী পরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান জোদ্দার প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় সিলেটে কার্যরত ব্যাংকসমূহের বিভাগীয় প্রধান, আঞ্চলিক প্রধান ও শাখা প্রধানগণ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে এসএমই ঋণের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন এবং এ বিষয়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের দিকনির্দেশনা যথাযথ পরিপালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহায়তা কামনা করেন। সভাপতি বৈঠকে জানুয়ারি-মার্চ ২০১৫ ত্রৈমাসিকে সিলেটে এসএমই ঋণ বিতরণ কার্যক্রম সংশ্লিষ্ট নির্দেশনাসমূহ যথাযথ পরিপালনের জন্য উপস্থিত সকলকে আহ্বান এবং ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা শীর্ষক মতবিনিময় সভা

সিলেট অফিসের সম্মেলনকক্ষে গত ২৬ মে '২০১৪-১৫ অর্থবছরের কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা ও এর বাস্তবায়ন' শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে সিলেট অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ মোবারক হোসেন এবং মুখ্য আলোচক হিসেবে প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আব্দুল হাকিম উপস্থিত ছিলেন। সভাপতিত্ব করেন সিলেট অফিসের কৃষি ঋণ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক সৈয়দ তৈয়বুর রহমান।

প্রধান কার্যালয়ের কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগের উপপরিচালক শহিদ রেজা কৃষি ঋণ নীতিমালার মূল বিষয়ের উপর আলোকপাত করেন। মুখ্য আলোচক দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে কৃষিখাতের গুরুত্ব উল্লেখ করে এ খাতের উন্নয়নে সরকার এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্ম পরিকল্পনা তুলে ধরেন। প্রধান অতিথি সিলেট অঞ্চলের ব্যাংকসমূহকে বিগত অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রার ৮১% এর উপরে ঋণ বিতরণ করায় ধন্যবাদ জানিয়ে চলতি অর্থবছরে লক্ষ্যমাত্রার শতভাগ অর্জনের নির্দেশনা দেন। দুই পর্বে অনুষ্ঠিত সভার প্রথম পর্বে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংক এবং দ্বিতীয় পর্বে বেসরকারি ও বিদেশি ব্যাংকের প্রতিনিধিগণ অংশগ্রহণ করেন।

কৃষি ও পল্লি ঋণ নীতিমালা শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

ময়মনসিংহ অফিস

এসএমই ঋণ বিষয়ক ত্রৈমাসিক সভা

বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ অফিসের এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগ কর্তৃক আয়োজিত এসএমই ঋণ বিষয়ক ত্রৈমাসিক সভা ২০ মে ২০১৫ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ময়মনসিংহ অফিসের মহাব্যবস্থাপক মোঃ শফিকুল ইসলাম। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন এসএমই এন্ড স্পেশাল প্রোগ্রামস্ বিভাগের উপমহাব্যবস্থাপক মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম তালুকদার ও বিভাগের কর্মকর্তাবৃন্দ। সভাপতি মোঃ শফিকুল ইসলাম সভায় বৃহত্তর ময়মনসিংহ অঞ্চলের 'জানুয়ারি-মার্চ, ২০১৫' ত্রৈমাসিকের এসএমই খাতের সার্বিক চিত্র তুলে ধরেন এবং নারী উদ্যোক্তাদের আরও বেশি ঋণ দেয়ার জন্য ব্যাংকারদের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহের আওতাধীন ছয়টি জেলার (জামালপুর, কিশোরগঞ্জ, নেত্রকোনা, টাঙ্গাইল, শেরপুর ও ময়মনসিংহ) সরকারি-বেসরকারি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য লেখা আহ্বান

বাংলাদেশ ব্যাংক পরিক্রমার জন্য অর্থনীতি, ব্যাংকিং ও ফিন্যান্স বিষয়ে নিবন্ধ, গল্প এবং ভ্রমণ বিষয়ক লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা- মহাব্যবস্থাপক, ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা-১০০০। এছাড়া ই-মেইলে লেখা পাঠানোর ঠিকানা ঃ bank.parikroma@bb.org.bd ।

বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ

রিকগনিশন ২০১৩ এওয়ার্ড

বাংলাদেশ ব্যাংকের সেরা কর্মকর্তাদের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ 'বাংলাদেশ ব্যাংক এমপ্লয়িজ রিকগনিশন এওয়ার্ড' প্রদান করা হয়। ২০১৩ সালের জন্য পাঁচটি একক ও পাঁচটি টিমে সর্বমোট ২৩ জন এই পুরস্কার লাভ করেন। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কর্মকর্তাদের কাজে উৎসাহ প্রদানে ২০০৬ সাল থেকে এ পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। প্রথমে শুধু ব্যক্তিগত অর্জনকে মূল্যায়ন করে পুরস্কার প্রদান করা হলেও ২০১২ সাল থেকে একক সম্মাননার পাশাপাশি দলগত অর্জনকেও স্বীকৃতি প্রদান করা হচ্ছে। ২০১৩ সালের পুরস্কারপ্রাপ্তদের অবদানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ পরিক্রমার পাঠকদের জন্য তুলে ধরা হলো।

ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম

উপমহাব্যবস্থাপক (গবেষণা)
চিফ ইকোনমিস্টস্ ইউনিট

ড. মোঃ এজাজুল ইসলাম 'বাংলাদেশের সঞ্চয়পত্র ক্রেতাদের আর্থ-সামাজিক বৈশিষ্ট্য'-এর উপর একটি গবেষণামূলক সমীক্ষা পরিচালনা করেন। এ গবেষণা সরকারের রাজস্বনীতিতে সম্পদ আহরণ, সুদ ব্যয়, বাণিজ্যিক ব্যাংকের মেয়াদি সুদ হার ও মূল্যস্ফীতি বিবেচনায় সঞ্চয়পত্রসমূহের বাস্তবানুগ সুদ হার নির্ধারণে ভূমিকা রাখে। বাংলাদেশে এ ধরনের গবেষণামূলক জরিপ এটাই প্রথম যা ২০১৩ সালে প্রকাশিত হয় এবং সরকারের বিভিন্ন মহলে বেশ প্রশংসিত হয়।

ড. মোহাম্মদ আমির হোসেন

যুগ্মপরিচালক (পরিসংখ্যান)
পরিসংখ্যান বিভাগ

বর্তমানে চলমান IMF এর ECF Program এর চাহিদা অনুযায়ী যথাযথ ও সময়োপযোগী Balance of Payments প্রক্ষেপণে ড. মোহাম্মদ আমির হোসেন সক্রিয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছেন। তাছাড়া, বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃপক্ষ, অর্থ মন্ত্রণালয় ও IMF সহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী সময়োপযোগী BoP Projection প্রস্তুত করে যাচ্ছেন।

মোঃ রাশেদুল ইসলাম

উপব্যবস্থাপক, একাউন্টস এন্ড বাজেটিং ডিপার্টমেন্ট
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম ও বিভাগ : উপব্যবস্থাপক, মতিঝিল অফিস]

সিবিএসপি'র তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ ব্যাংকের বৃহত্তম শাখা অফিস মতিঝিল অফিসে SAP (FICO) Module এর সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছেন মোঃ রাশেদুল ইসলাম। এছাড়া SAP (FICO) Module এর সঙ্গে অন্যান্য Module (MM, HR) এর Integration এ হিসাবায়ন বিষয়ক সম্যক ধারণা প্রদান তথা সার্বিকভাবে SAP বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। উক্ত কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ শাখা অফিসসমূহের মধ্যে শুধুমাত্র তাঁকে বাংলাদেশ ব্যাংকের অর্থায়নে SAP Certification Course করার দায়িত্ব দেয়া হয় যা তিনি সফলভাবে সম্পন্নপূর্বক বিশ্বের অন্যতম গ্রহণযোগ্য SAP Associate হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন।

মোঃ সেলিম মাহমুদ

সহকারী পরিচালক (প্রকৌঃ যান্ত্রিক), রাজশাহী অফিস
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে অফিস : চট্টগ্রাম অফিস]

বাংলাদেশ ব্যাংক, চট্টগ্রাম অফিসের তিনটি জেনারেটর একই সাথে পরিচালনা না করে একটি জেনারেটর পরিচালনার মাধ্যমে জ্বালানি তেল সাশ্রয় এবং জ্বালানি তেল পোড়ানোর ফলে সৃষ্ট পরিবেশ দূষণ হ্রাসকরণ।

মাসুমা সুলতানা

যুগ্মপরিচালক
ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

মাসুমা সুলতানা ডেট ম্যানেজমেন্ট ডিপার্টমেন্টের সূচনালগ্ন হতে সরকারের ঋণ ব্যবস্থাপনা উন্নয়নসহ ট্রেজারি বিল ও বন্ডের মার্কেট সম্প্রসারণ ও সরকারি সিকিউরিটিজের লেনদেন সংক্রান্ত অটোমেশনের কাজে সরাসরি জড়িত রয়েছেন। তিনি সরকারের নগদ স্থিতি পর্যালোচনাপূর্বক ব্যাংকিং খাত হতে ঋণ গ্রহণের জন্য ট্রেজারি বিল ও বন্ডের নিলাম পঞ্জিকা প্রণয়নে ক্যাশ অ্যান্ড ডেট ম্যানেজমেন্ট টেকনিক্যাল কমিটির সদস্য।

শান্তি রঞ্জন সাহা
উপমহাব্যবস্থাপক
ডিপার্টমেন্ট অব
অফ-সাইট সুপারভিশন
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে
পদনাম: যুগ্মপরিচালক]

মোঃ আরিফুজ্জামান
যুগ্মপরিচালক
ডিপার্টমেন্ট অব
অফ-সাইট সুপারভিশন

অশোক কুমার কর্মকার
উপপরিচালক
ডিপার্টমেন্ট অব
অফ-সাইট সুপারভিশন

মুহম্মদ মাহফুজুর রহমান খান
যুগ্মপরিচালক
ডিপার্টমেন্ট অব
অফ-সাইট সুপারভিশন

ডিপার্টমেন্ট অব অফ-সাইট সুপারভিশন এর অন্যতম প্রধান কাজ ব্যাংকগুলোর ক্যামেলস্ রেটিং নির্ণয় করা। রেটিং নির্ণয়ে ব্যবহৃত গাইডলাইন্সটি ২০০৬ সালে প্রণীত হয়েছিল। বাংলাদেশ ব্যাংকও দেশীয় প্রেক্ষাপট বিবেচনায় ক্যামেলস্ রেটিং নির্ণয় পদ্ধতিকে আরও কার্যকর এবং যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে ক্যামেলস্ রেটিং গাইডলাইন্স সংশোধন ও উন্নততর করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

গাইডলাইন্সটি বাস্তবায়নের সুবিধার জন্য ইনফরমেশন সিস্টেম ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট (আইএসডিডি) এর সহযোগিতায় বিদ্যমান ক্যামেলস্ রেটিং সফ্টওয়্যারের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন করা হয়েছে। বর্তমানে এ গাইডলাইন্সটি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে এবং সংশোধিত গাইডলাইন্সের আলোকে ব্যাংকগুলোর ক্যামেলস্ রেটিং নির্ণয় এবং অফ-সাইট প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়েছে।

রূপ রতন পাইন
উপমহাব্যবস্থাপক
ব্যাংকিং প্রবিধি
ও নীতি বিভাগ
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে পদনাম
ও বিভাগ : উপমহাব্যবস্থাপক
ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি
ডিপার্টমেন্ট]

শামীমা শারমীন
উপপরিচালক
ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি
ডিপার্টমেন্ট

মোহাম্মদ মুজাহিদুল আনাম খান
উপপরিচালক
ফিন্যান্সিয়াল
স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্ট

এন. এইচ. মনজুরে মওলা
উপপরিচালক
ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি
ডিপার্টমেন্ট

ফুল্ল কুমার সাহা
উপপরিচালক
ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি
ডিপার্টমেন্ট

বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় ফিন্যান্সিয়াল স্ট্যাবিলিটি ডিপার্টমেন্টে চলমান Financial Projection Model (FPM) বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট টিম সক্রিয় ভূমিকা পালন করে চলেছে। বাংলাদেশের বিদ্যমান ব্যাংকিং সিস্টেম বিবেচনায় নিয়ে সংশ্লিষ্ট টিম ইতোমধ্যে FPM এর জন্য Input ও Output Template সহ একটি Detailed User Manual প্রস্তুত করেছে। টিমের একক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে কার্যরত শরীয়াহ্ভিত্তিক ব্যাংক ছাড়াও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহকে মূল FPM Model এ অন্তর্ভুক্তকরণ সম্ভবপর হয়েছে। আলোচ্য টিম কর্তৃক প্রস্তুতকৃত FPM এর মাধ্যমে বাংলাদেশের ব্যাংকিং খাতের শক্তি, দুর্বলতা, আর্থিক স্থিতিশীলতা, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, তারল্য নির্ধারণ ছাড়াও আর্থিক খাত সংক্রান্ত বিভিন্ন নিয়ামক পর্যালোচনাপূর্বক সমগ্র ব্যাংকিং খাতের ফিন্যান্সিয়াল প্রজেকশন, স্ট্রেস টেস্টিং, সেনসিটিভিটি ও সিনারিও অ্যানালিসিস করা হচ্ছে।

এ.কে.এম সাইদুজ্জামান
যুগ্মপরিচালক
কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ

মোঃ ফেরদাউস হোসেন
উপপরিচালক
কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ

ইসম্যে ক্বয়েস
উপপরিচালক
কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগ

আগস্ট ২০০৯ সালে কৃষি ঋণ ও আর্থিক সেবাভুক্তি বিভাগে কৃষি ঋণ মনিটরিং উপবিভাগ স্থাপিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষকরা যাতে স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় ও হয়রানিমুক্তভাবে কৃষি ঋণ পেতে পারে, তা নিশ্চিত করা। কৃষি ঋণ মনিটরিং উপবিভাগ গঠনের পূর্বে কৃষি ও পল্লি ঋণ বিতরণ মনিটরিংয়ের উল্লেখযোগ্য এবং সুনির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি বা টুলস্ ছিল না। এ উপবিভাগ গঠনের মাধ্যমে প্রথমবারের মতো কৃষি ও পল্লি ঋণ মনিটরিংয়ের জন্য পূর্ণাঙ্গ কার্যকর পদ্ধতি প্রণয়ন করা হয়। উপবিভাগের কর্মকর্তাদের কৃষি ও পল্লি ঋণ মনিটরিং সংক্রান্ত সফল কার্যক্রমের মাধ্যমে বছরওয়ারি কৃষি ও পল্লি ঋণের পরিমাণগত ও গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছে যা বিভিন্ন পত্রপত্রিকার রিপোর্টেও প্রতিফলিত হয়েছে।

হাসান তারেক খাঁন
উপপরিচালক
ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন
ম্যানেজমেন্ট সেল
[এওয়ার্ড প্রাপ্তিকালে বিভাগ:
ব্যাংক পরিদর্শন বিভাগ-২]

মোঃ অহিদুল ইসলাম সরকার
সিনিয়র সিস্টেম্স অ্যানালিস্ট
আইটি অপারেশন এন্ড
কমিউনিকেশন ডিপার্টমেন্ট

মোঃ কামরুল হাসান
অ্যাসিঃ সিস্টেম্স অ্যানালিস্ট
ইনফরমেশন সিস্টেম্স
ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

মোঃ রেজাউল করিম
অ্যাসিঃ সিস্টেম্স অ্যানালিস্ট
(বিদেশে অধ্যয়নরত)
ইনফরমেশন সিস্টেম্স
ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

বাংলাদেশ ব্যাংকের বিদ্যমান সুপারভিশন সফ্টওয়্যারসমূহ সমন্বয়পূর্বক এর বহুমাত্রিক সক্ষমতা আনয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রস্তুতকৃত ইন্টিগ্রেটেড সুপারভিশন সিস্টেম উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট টিমের সদস্য হাসান তারেক খাঁন সার্বিক বিজনেস ধারণা ও রিপোর্টিং পেজ ডিজাইনিংয়ে, মোঃ অহিদুল ইসলাম সরকার নেটওয়ার্ক ডিজাইন ও সাপোর্টে, মোঃ রেজাউল করিম সফটওয়্যারের ড্যাশবোর্ড ও আউটপুট টেবিলসমূহের কাঠামো প্রস্তুতিতে এবং মোঃ কামরুল হাসান ডাটা প্রসেসিং সিস্টেম উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

মোঃ আব্দুল ওয়াহাব
যুগ্মপরিচালক
আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ

মোঃ ওমর ফারুক
উপপরিচালক
আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ

টিমের সদস্যবৃন্দ ২০১৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম ভাসমান সুদ হার মনিটরিং টুলস্ সংক্রান্ত ‘Guidelines on the Base Rate System for Non-Bank Financial Institutions’ শীর্ষক একটি গাইডলাইন প্রণয়ন করেন যা গভর্নর কর্তৃক ৩১ জুলাই ২০১৩ তারিখে অনুমোদিত হয়। ২০ আগস্ট ২০১৩ তারিখে ডিএফআইএম সার্কুলার নং-০৬ এর মাধ্যমে গাইডলাইনটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুসরণের নিমিত্তে জারি করা হয়। টিমের সদস্যগণ স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক উত্তম অনুশীলন পর্যালোচনা করে বাংলাদেশের আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য ভিত্তি হার পদ্ধতির (Base Rate System) গাইডলাইনটি প্রণয়ন করেন।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বারবাডোজ

মাহফুজুর রহমান

সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে বারবাডোজের পাথুরে সৈকতে

এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে নিউইয়র্ক থেকে যখন আকাশে উড়াল দিলাম, ঘড়িতে তখন সকাল নয়টা। বাইরে বেশ বৃষ্টি। চিকন লম্বাটে মেদহীন এই জেট ব্লু নামের বিমানটি আকাশে উঠেই মৃগীরোগীর মতো কাঁপতে শুরু করেছে। আমাদের চারদিকে তখন মেঘমালা। সাদা মেঘ, ছাইরঙা মেঘ, জমাট মেঘ, ছড়ানো মেঘ। বিমানের কাঁপুনি আমার মনে কিছুটা হলেও ভয় ধরিয়ে দিয়েছে। এটি একটি বাজেট বিমান, তাই ফ্রি খাওয়াদাওয়ার কোনো ঝামেলা নেই। তবে এক বোতল পানি আর কালো প্লাস্টিকের ছোট এক প্যাকেট বাতাস ওরা ফ্রি দেয়। বাতাসের প্যাকেটটি খুললে এর ভেতর থেকে আলু দিয়ে বানানো গোটা কয়েক চিপস মেলে। কাজের পাশাপাশি অতি ধীরলয়ে চিপস আর চা-চামচের মাপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুমুকে পানি পান করতে করতে একসময় আমরা চলে এলাম ক্যারিবিয়ান অঞ্চলের সর্বদক্ষিণের বারবাডোজ দ্বীপের কাছে। নিউইয়র্ক থেকে পাঁচ ঘণ্টার ফ্লাইট। পাইলট যখন ঘোষণা করলেন, বিমানটি ১৫ মিনিটের মধ্যে অবতরণ করতে যাচ্ছে তখন সব যাত্রীই একটু নড়েচড়ে বসল। দীর্ঘসময় ধরে ঝিমিয়ে থাকা মানুষগুলো যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে। জানালা দিয়ে তাকিয়ে দেখি চারদিকে অফুরান জলরাশি। ধীরে ধীরে বিমান নিচে নামছে। আমি বারবার অধীর আগ্রহ নিয়ে নিচের দিকে তাকাচ্ছি। সেখানে শুধুই পানি। মনিটরে ভেসে উঠছে আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিমান অবতরণ করবে। আমি এবার শতভাগ নিশ্চিত, পাইলট গভীর সাগরে বিমান নামিয়ে দিচ্ছে। আমরা যতই পানির কাছাকাছি আসছি ততই সাগরের সৌন্দর্য চোখে পড়ছে। নীলাভ স্বচ্ছ পানির নিচে পাথরগুলো যেন দেখা যাচ্ছে। পানির নিচে কিছু একটা চলাচল করছে। এটি কি মাছ, কাছিম না অক্টোপাস ঠিক বুঝতে পারছি না। বিমান নামছে। মনিটরে যখন অবতরণের সময় আর এক মিনিট বলে দেখানো হল, তখন হঠাৎ করেই আমরা স্থলভাগে চলে এলাম। রহস্যটা এতক্ষণে বোঝা গেল। একেবারেই সাগর ঘেঁষে রানওয়ে। পাইলট ঠিকমতোই বিমান নামিয়েছেন। এই হচ্ছে বারবাডোজ। সৌন্দর্যের লীলাভূমি বলে খ্যাত একটি ছোট্ট দেশ।

বারবাডেজের রাজধানী ব্রিজটাউন। দ্বীপদেশটির দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে অবস্থিত এই শহরটি দেশের সবচাইতে বড় শহর। আমরা চলে এলাম শহরের র‍্যাডিসন হোটেলে। হোটেলের অভ্যর্থনাকক্ষটি মূল ভবনের বাইরে। সাগরের খোলামেলা বাতাস অতিথিদের জন্য উপভোগ্য করে তুলতেই হয়তো এরকম আয়োজন। কাউন্টারের মেয়েরা হাসিমুখে আমাদের অভ্যর্থনা জানাল। একজন নিয়ে এল শরবত। দীর্ঘ ভ্রমণের পর আমরা সবাই ক্লান্ত। তৃপ্তির সঙ্গে শরবত খেলাম। রিসেপশনিস্ট রেজিনা আমাদের হাতে রুমের চাবি তুলে দিল। পাঁচ ও ছয়তলার রুম বরাদ্দ নিয়ে আমরা লিফটে চড়ে চলে এলাম যার যার রুমে। রুমগুলো চমৎকার। সবচেয়ে ভালো লাগল বারান্দা। এখানে দাঁড়িয়ে আটলান্টিকের মনোমুগ্ধকর দৃশ্য দেখা যায়। বিছানায় শুয়ে শুয়েই দেখা যায় সাগরের উত্তাল জলরাশি। সেইসঙ্গে ঢেউয়ের গর্জন তো রয়েছেই।

বারবাডোজের নানা জায়গার ভ্রমণের মধ্যে আইল্যান্ড সাফারি প্যাকেজ সম্পর্কে কিছু বলতেই হয়। বারবাডোজ একটি শুষ্ক প্রাকৃতিক দ্বীপ। এখানে তেমন কোনো ফসল জন্মে না। গ্রামের দিকে আখচাষ করা হয়। তবে জমিতে আলুচাষ করতে দেখা গেছে। শহর পেরিয়ে এখন আমাদের গাড়িটি গ্রামের রাস্তা দিয়ে চলছে। এখানকার রাস্তাঘাট শহরের তুলনায় কিছুটা মলিন। কোনো কোনো জায়গায় গোবর, কোথাও রাস্তায় আবর্জনা পড়ে আছে। দেখলাম একটা জমির আখ কাটা হচ্ছে। চাষি বিশাল একটা যন্ত্র আখখেতের ভেতর দিয়ে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর সঙ্গেসঙ্গে আখগুলো গোড়া থেকে কেটে মেশিনে ঢুকে যাচ্ছে। মেশিনের ভেতর থেকে আখগুলো একটা নির্দিষ্ট সাইজে টুকরো টুকরো হয়ে গাড়ির সঙ্গে লাগানো একটা পাটাতনে জমা হচ্ছে। আবার অন্য একটি ছিদ্র দিয়ে আখগাছের পাতাগুলো উড়ে উড়ে এসে জমিতে ছড়িয়ে যাচ্ছে। এই মেশিনটি বারবাডোজবাসীদের আবিষ্কার। মাঠের কোথাও কোথাও দেখলাম অনেকটা জায়গা জুড়ে কাঠের বেড়া দিয়ে ভেতরে ঘোড়া ছেড়ে দেয়া হয়েছে। সেখানে স্বাধীনভাবে ঘোড়াগুলো ঘাস খাচ্ছে। আবার এক জায়গায় দলবেধে অনেকগুলো ছাগলকে ঘোরাঘুরি করতে দেখলাম। রমিজ আমার ভুল ভাঙাল। জানাল, ওগুলো ছাগল নয়, ভেড়া। লোম কেটে নেওয়ায় ছাগলের মতো দেখাচ্ছে।

আমাদের গাড়ির ড্রাইভারের নাম জুনিয়র। জুনিয়র খুব মজার মানুষ। তার প্রতিটি কথা শুনেই যাত্রীরা হেসে কুটিকুটি হচ্ছে। জুনিয়র ড্রাইভিং সিটে বসেই মুখের সামনে মাইক লাগিয়ে নিয়েছে। গাড়ি শহরের বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আর জুনিয়র প্রতিটি ভবনের পরিচয় তুলে ধরছে। কিছুক্ষণের মধ্যে জুনিয়র আমাদের নিয়ে চলে এল গানহিল বাতিঘরের কাছে। সমুদ্রপৃষ্ঠ হতে ৭০০ ফুট উঁচুতে ১৮১৮ সালে এটি তৈরি হয়েছিল। সমুদ্রগামী

জাহাজকে পথ দেখানো হত। ব্রিটিশরা তাদের পরিবার নিয়ে এখানে বেড়াতে আসত। ১৮৬৮ সালে বাতিঘরের এক কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন হেনরি উইলকিনসন আরও চারজন সৈনিকের সহযোগিতায় বাতিঘরের সামনে একখণ্ড পাথর কেটে একটি সিংহের মূর্তি তৈরি করল। ১৯৮৩ সালে বারবাডোজ ন্যাশনাল ট্রাস্ট এর সংস্কার করে। গাড়ি থেকে নেমে আমরা সিংহের কাছে গিয়ে ছবি তুললাম। একজন কবি সিংহের মূর্তির সামনে বসে তাঁর কাব্যগ্রন্থ বিক্রি করছে। কানাডিয়ান মেয়েটি একটি কবিতার বই কিনল। এ পর্যায়ে জুনিয়র সবার কাছ থেকে ভাড়া বাবদ ৭৮ মার্কিন ডলার বা ১৫৬ বারবাডোজ ডলার নিয়ে নিল। তারপর কোম্পানির প্রতিনিধির কাছে টাকা জমা দিয়ে আবার যাত্রা শুরু করল। এবার শুরু হল আখখেতের ভেতর দিয়ে উঁচুনিচু কাঁচা রাস্তায় চলা। এলাকাটাও পাহাড়ি। এবড়োখেবড়ো রাস্তায় গাড়ি হেলেদুলে চলছে।

সেতু পার হয়ে কিছুদূর গিয়ে গাড়ি থামল সাগরের কাছাকাছি একটা উঁচু পাহাড়ে। এবার আমাদের যেখানে নামিয়ে দেওয়া হল ঠিক সেখান থেকেই নিচে খাড়া পাহাড়। প্রায় ৬০০ ফুট নিচে বেশ কিছুটা সমতল ভূমি এবং তারপরই আটলান্টিক। এই সমতল ভূমিতে আবার বিচ্ছিন্ন কিছু ঘরবাড়ি দেখা যাচ্ছে। সাগরের কোল ঘেঁষে থাকা এই বাড়িগুলোকে উঁচু থেকে দেখতে ভালো লাগছে। অনেকক্ষণ ধরে এদিক সেদিক ঘুরে ঘুরে আমরা ছবি তুললাম। এবার জুনিয়র আমাদের নাশতা খাওয়ার জন্য ডাকল। নানাধরনের পানীয় ও চিপস নিয়ে এসেছে সে। আমরা চিপসের সঙ্গে দু গ্লাস করে আনারসের জুস নিলাম।

আবার গাড়িতে উঠলাম। জুনিয়র আমাদের সিটবেল্ট বাঁধতে বলল। তারপর গাড়ি পেছনের দিকে চালাতে লাগল। একদম শেষ প্রান্তে চলে এলাম। আর মাত্র কয়েক ফুট পেছনে গেলেই গভীর খাদ। আমরা সবাই চিৎকার করে জুনিয়রকে গাড়ি থামাতে বললাম।

বারবাডোজের অনিন্দ্য সুন্দর সমুদ্র সৈকত

বারবাডোজের আইল্যান্ড সাফারি প্যাকেজ

রুটিফল

জুনিয়র রসিকতা করে বলল, 'ভয় পেয়ো না; আর মাত্র এক ফুট পেছনে গেলে তোমরা বারবাডোজের ইতিহাসের সঙ্গে চিরস্মরণীয় হয়ে যেতে পারবে। এ সুযোগ জীবনে বারবার আসবে না।'

সবাই যখন ভয়ে প্রায় কাঁদকাঁদ হয়ে চিৎকার শুরু করল তখন জুনিয়র একটানে গাড়িটি সামনে নিয়ে এল এবং ফিরতি পথ ধরল। বারবাডোজের এই এলাকায় প্রচুর কলাগাছ আছে। এ ছাড়াও জাম্বুরার মতো অনেক গাছ দেখা গেল। এর ফলও দেখতে জাম্বুরার মতো। জুনিয়র বলল ওগুলো ব্রেডফ্রুট বা রুটিফল। এই রুটিফল রান্না করে খাওয়া যায়।

গাড়ি এবার এসে দাঁড়াল বারবাডোজের উত্তর সমুদ্রতীরে। এটা পাথুরে সৈকত। বড় বড় পাথরের জন্য এখানে সমুদ্রের পানিতে নামা যায় না। সমুদ্রতটের কাছে বেশ কটি বিশাল পাথরখণ্ড আছে। দেখলে মনে হবে কয়েকটা একতলা বাড়ি। অতি উৎসাহী পর্যটকরা পানিতে নেমে পাথরগুলো ছুঁয়ে ছবি তুলে নিচ্ছে। কেউ কেউ পাখির মতো দুহাত দুপাশে মেলে ধরে ছবি তুলল। আমি কিছুক্ষণ একটা বেঞ্চে বসে থাকলাম। তারপর একটা গাছে চড়লাম। ছোটবেলায় কত আমগাছ, কাঁঠালগাছ, লিচুগাছে উঠে ফল পেড়েছি। বহুদিন পর আবার বালক হয়ে যেতে ইচ্ছে করছে।

খানিক বিরতি নিয়ে জুনিয়র আবার যাত্রা শুরু করল। এবার গাড়ি ছুটছে দক্ষিণদিকে। সাগরপাড়ের এই এলাকাটা বেশ নিরিবিলি। মানুষের বসতি নেই বললেই চলে। মাঝে মধ্যে দু-একটা বাংলোবাড়ি চোখে পড়ছে। বাংলোগুলো সমুদ্রের দিকে মুখ করে তৈরি করা এবং সেগুলোর ছাদে বসার ব্যবস্থা আছে। অবসর কাটানোর জন্য চমৎকার আয়োজন। সাগরপাড়ের এসব বাংলোবাড়ি পর্যটকরা ভাড়া নিয়ে থাকে। এখানে তারা রান্না করেও খেতে পারে; অবশ্য বিকল্প হিসেবে দূরের কোনো রেস্টুরেন্ট তো রয়েছেই।

গাড়ি আবার খোলা মাঠ পেরিয়ে একটি সৈকতে এসে দাঁড়াল। জুনিয়র জায়গাটি দেখার জন্য ১০ মিনিট সময় দিল। আমি গাড়ি থেকে নেমে কিছুটা পথ হেঁটে সাগরের কিনারে চলে এলাম। এখানকার সাগরটা বেশ উত্তাল। বড় বড় ঢেউগুলো এখানে এসে পাথরের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে যেন মাতাল হয়ে যায়। সাগরের এমন উত্তাল রূপ আর কোথাও দেখা যায় না। আমরা পাথরের উপর বসে রইলাম। ছবির সঙ্গে স্মৃতিকে বেঁধে নিলাম। এখানে বসেই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেওয়া যায়। কানের কাছে বাতাসের শোঁ শোঁ শব্দ আর সমুদ্রের গর্জন যেন আমাদের নেশা ধরিয়ে দিচ্ছে।

ছয়দিনের সম্মেলনের সফল সমাপ্তির পর এখন ফিরে যাবার পালা। এ সময়ে আমাদের বাড়তি পাওনা হিসেবে আমরা পাঁচটি দেশের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করতে পেরেছি। দেশগুলো হচ্ছে রাশিয়া, পানামা, কিরঘিস্তান, ফিজি ও বারবাডোজ। মহান মুক্তিযুদ্ধে রাশিয়া আমাদের ব্যাপকভাবে সাহায্য করেছে। স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ২৬ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে স্বীকৃতি দিয়েছে। স্বীকৃতিদানকারী দেশ হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল দশম। অন্যদিকে বারবাডোজ ২০ জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করে দেশের ক্রমিক হিসেবে সপ্তম স্থানে রয়েছে। ফিজিও ২৬ জানুয়ারিতেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদান করেছিল। সেদিন মোট সাতটি দেশ বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

তাই এসব দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরকালে আমি মহান মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদানের কথা পরম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করে বক্তব্য রাখি। এতে তাঁরা সবাই খুব খুশি হয়েছেন। অনুষ্ঠান শেষে বারবাডোজের দুজন মেয়ে এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে ছবি তোলার আবদার জানাল। ওরা সম্মেলনের নানা কাজে সহযোগিতা করছিল। মেয়ে দুটির একজনের নাম হচ্ছে জেনি অন্যজন জ্যাব্রিয়েলা। আমি ওদের সঙ্গে ছবি তুলে নিলাম।

■ *লেখক: নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্র.কা.*

বাংলাদেশ

'নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ'

সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বিবেচনায় বাংলাদেশকে 'নিম্ন আয়ের দেশ' হতে উন্নীত করে 'নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ' (Lower Middle Income Country) হিসেবে চিহ্নিত করেছে, যা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। বিশ্বব্যাংক তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে মাথাপিছু জাতীয় আয়ের (GNI per capita) ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশকে নিম্ন, মধ্যম এবং উচ্চ আয়ের দেশ হিসেবে তালিকাভুক্ত করে। যেসব দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ২০১৪ সালের হিসাব অনুযায়ী ইউএস ডলার ১,০৪৫ এর নিচে তাদের 'নিম্ন আয়ের দেশ', যাদের মাথাপিছু জাতীয় আয় ইউএস ডলার ১,০৪৬ থেকে ইউএস ডলার ১২,৭৩৬ তাদের 'মধ্যম আয়ের দেশ' এবং যাদের মাথাপিছু আয় ইউএস ডলার ১২,৭৩৬ এর উপর তাদের উচ্চ আয়ের দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। মধ্যম আয়ের দেশকে আবার 'নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ' (মাথাপিছু জাতীয় আয় ইউএস ডলার ১,০৪৬ থেকে ৪,১২৫) এবং 'উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ' (মাথাপিছু জাতীয় আয় ইউএস ডলার ৪,১২৫ থেকে ১২,৭৩৬) এ দুটি শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়।

বিশ্বব্যাংকের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী ২০১৪ সালে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় ইউএস ডলার ১,০৮০ হওয়ায় 'নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ' এর মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে। ইতিপূর্বে সার্কভুক্ত ভারত, পাকিস্তান, ভুটান, মায়ানমার, শ্রীলঙ্কা 'নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ' এবং মালদ্বীপ 'উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ' এর মর্যাদা লাভ করেছে। পৃথিবীর ২১৫টি দেশের মধ্যে ৫১টি দেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ এবং ৩১টি নিম্ন আয়ের দেশ হিসেবে বিশ্বব্যাংকের তালিকাভুক্ত। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উত্তরণের জন্য মাথাপিছু আয়ের সীমা সাধারণত প্রতি বছর পুনঃনির্ধারণ করা হয়। ইউএস ডলারের হিসাবে মাথাপিছু আয় বিবেচনা করা হয় বলে গড় বিনিময় হার এবং মুদ্রাস্ফীতি পরিবর্তনজনিত কারণেও এটি পরিবর্তিত হতে পারে।

'নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ' হিসেবে বিবেচিত হওয়ায় বিশ্ব অঙ্গনে বাংলাদেশের মর্যাদা বৃদ্ধি পাওয়ার পাশাপাশি বিদেশ হতে বাণিজ্যিক ঋণ গ্রহণ এবং বিদেশি বিনিয়োগ বৃদ্ধি পাওয়ার একটি বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। তবে একই সাথে বিশ্বব্যাংকসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান থেকে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়া কঠিন হতে পারে অর্থাৎ নিম্ন আয়ের দেশের জন্য প্রযোজ্য কম সুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ পাওয়ার সুযোগ সীমিত হয়ে যেতে পারে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশ নিম্ন আয়ের দেশ হিসেবে বিশ্বব্যাংকের সহজ শর্তে ঋণ প্রদানকারী সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ) হতে মাত্র দশমিক সাত পাঁচ শতাংশ হারে আট বছরের গ্রেস পিরিয়ডসহ ৩৮ বছরে পরিশোধযোগ্য ঋণ পেয়ে আসছিল।

বাংলাদেশের আয় যদি সামনের বছরগুলোতে আরও বৃদ্ধি পায় সেক্ষেত্রে বিশ্বব্যাংকের অপর সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (আইবিআরডি) হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ঋণ পাওয়ার সুযোগ থাকবে। আইবিআরডি সাধারণত 'লাইবর' প্লাস ১.৩৫ শতাংশ সুদ হারে ঋণ দিয়ে থাকে এবং ঋণের মেয়াদ হতে পারে আট থেকে সর্বোচ্চ ২০ বছর পর্যন্ত। তবে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার সাথে সাথেই আইডিএ হতে সহজ শর্তে ঋণ পাওয়ার সুযোগ বন্ধ হয়ে যাবে বিষয়টি তেমন নয়। নিম্ন মধ্যম আয়ের অনেক দেশ (৪৬টির মতো) এখনও সহজ শর্তে আইডিএ হতে ঋণ পেয়ে থাকে।

সরকারের লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা। এ বিবেচনায় বাংলাদেশ তার লক্ষ্যে আগেই পৌঁছতে পেরেছে; তবে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ এবং উচ্চ আয়ের দেশের স্তরে পৌঁছাতে হলে আরও অনেক দূর যেতে হবে। স্মরণযোগ্য যে, নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হতে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হওয়াটাও সময়সাপেক্ষ এবং বড় চ্যালেঞ্জ। উদাহরণস্বরূপ, এ ক্ষেত্রে চিনের লেগেছে ১৭ বছর, দক্ষিণ কোরিয়ার ১৯ বছর, মালয়েশিয়ার ২৭ বছর এবং থাইল্যান্ডের ২৮ বছর। ভারত ২০০৭ থেকে এবং ভিয়েতনাম ২০০৯ হতে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে রয়ে গেছে। এটাও একটি বাস্তবতা যে, কোনো দেশ যখন উন্নয়নের উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয় তখন পূর্বের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ধরে রাখা কঠিন হয়। এজন্যই দেখা যায় মধ্যম এবং উচ্চ আয়ের দেশগুলোর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিম্ন আয়ের দেশগুলোর চেয়ে কম হয়ে থাকে। বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী ১৯৬০ হতে ১৩টি দেশ মধ্যম আয়ের দেশ হতে উচ্চ আয়ের দেশের স্তরে উন্নীত হয়েছে।

মোঃ আল্লাহ্ মালিক কাজেমী
চেঞ্জ ম্যানেজমেন্ট অ্যাডভাইজার
বাংলাদেশ ব্যাংক

সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন আয়ের দেশ হতে উন্নীত করে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ (Lower Middle Income Country) হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ অর্জনকে আপনি কিভাবে দেখছেন ?

বিশ্বব্যাংকের নিম্ন আয়ের দেশ তালিকাভুক্তি থেকে বাংলাদেশের বেরিয়ে আসা একটি প্রত্যাশিত অর্জন। এই অর্জন বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও আর্থিক খাত ব্যবস্থাপনার ওপর বহির্বিশ্বের আস্থা জোরালো করবে।

এই অর্জনের ফলে বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কোনো সুবিধা পাবে বলে আপনি মনে করেন কী ?

জাতিসংঘের স্বল্পোন্নত দেশ তালিকা থেকে বেরিয়ে না আসা পর্যন্ত নিম্ন মধ্যম আয় তালিকাভুক্ত হওয়া রেয়াতি সুদে উন্নয়ন সহযোগীদের থেকে ঋণ পাওয়া ব্যাহত করবে না। স্বল্পোন্নত দেশ তালিকাভুক্তি থেকে বেরিয়ে আসার পর বৈদেশিক অর্থায়ন প্রাপ্তির সামগ্রিক সুযোগ আরও সম্প্রসারিত হবে; যদিও রেয়াতি শর্তে অর্থায়ন পাবার সুযোগ ক্রমশ সংকুচিত হয়ে লোপ পাবে।

এদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে বলে আপনি মনে করেন কী ?

নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় উত্তরণ দেশের সভরেন ক্রেডিট রেটিংয়ে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে, একারণে বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণও সুগম, সহজতর হবে।

বেসরকারি খাতে বিদেশ হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কি কোনো সুবিধা পাবে ?

দেশের সভরেন ক্রেডিট রেটিং উন্নয়নের সূত্রে বিদেশ থেকে বাণিজ্যিক শর্তে ঋণের সুদহার অনুকূলতর হবে, আমদানি ঋণপত্রের কনফারমেশন ইত্যাদির জন্য বৈদেশিক ফি'র হারও কমবে: ফলে সরকারি বেসরকারি উভয় খাতের জন্য বৈদেশিক অর্থায়ন যোগান আগেকার চেয়ে ব্যয়সাশ্রয়ী হবে।

মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশ এক ধাপ এগিয়ে গেলেও এর সুফল দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী পাবে কি ?

মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে একধাপ এগিয়ে যাওয়ার সুফল দরিদ্র জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছুবার জন্য দরকার হবে দরিদ্রবান্ধব উন্নয়ন এবং অর্থায়ন কৌশল। প্রথমটির জন্য সরকার ইতোমধ্যেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, দ্বিতীয়টির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সূচিত সামাজিক দায়বোধ সম্পন্ন অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থায়ন (inclusive financing) কার্যক্রম সক্রিয় রয়েছে।

ফারুক মঈনউদ্দীন

অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং চিফ রিস্ক অফিসার
দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড

বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হওয়া প্রসঙ্গে আপনার অনুভূতি কি ?

আমরা দীর্ঘদিন ধরে, বলা যায় জন্মের পর থেকেই বাংলাদেশকে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় দেখতে দেখতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। আজ বহু দিনের আগল ভেঙে আমরা স্বল্পোন্নত বা নিম্ন আয়ের দেশের তালিকায় থাকার কালিমা ঘুচিয়ে যখন মধ্যম আয় তথা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের চৌকাঠ পেরিয়েছি, তখন কাঙ্ক্ষিত এই প্রান্তিক প্রাপ্তিটিকে ধরে রেখে আরও সামনে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টাই হবে মুখ্য করণীয়।

আপনার মতে এই অর্জনের মূল কারণ বা উৎসগুলো কি ?

এই সাফল্যের পেছনে কারণ রয়েছে অনেকগুলো। পশ্চাৎপদ কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে বের হয়ে শিল্প এবং সেবা খাতনির্ভর হওয়ার ফলে কৃষি খাতের উদ্বৃত্ত শ্রমশক্তি স্থানান্তরিত হয়েছে শিল্প এবং অন্যান্য অসংগঠিত খাতে, যা এই অদক্ষ অথচ ছদ্মবেকার জনশক্তির আয় বৃদ্ধি করেছে। অন্যদিকে প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে কৃষি উৎপাদনের হার বেড়েছে, আরও বেড়েছে অর্থকরী ফসল চাষের প্রবণতা, যা এই খাতে আয় বৃদ্ধি করেছে। কৃষিখাতের এই বিপ্লবের সাথে ধরা যায় গার্মেন্টস শিল্পের বর্ধিত অবদান, ক্রমবর্ধমান হারে আসা রেমিট্যান্স, ক্ষুদ্রঋণের মাধ্যমে তৃণমূল জনগোষ্ঠীর কর্ম সংস্থান এবং আয়বৃদ্ধি এবং সামষ্টিক অর্থনীতি ব্যবস্থাপনার সাফল্য। বিগত কয়েক বছর ধরে পরিচালিত আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে যুক্ত করছে অর্থনীতির মূল স্রোতধারায়। এটির সুফল প্রাপ্তি এখন সময়ের ব্যাপার। নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীশিক্ষার প্রসারকেও চলমান সাফল্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিয়ামক হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।

কিন্তু এই প্রাপ্তিটিকে প্রান্তিক মনে করছেন কেন ?

মাথাপিছু আয়ের হিসাবে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রেখেছে মাত্র। কিন্তু এই প্রাপ্তিকেই রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা কিংবা বড় কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয় টলিয়ে দিতে পারে। আমাদের বিশাল বাজারের কল্যাণে জিডিপির একটা ন্যূনতম অবস্থান প্রায় নিশ্চিত থাকলেও তার কাঙ্ক্ষিত প্রবৃদ্ধি নির্ভর করবে অন্যান্য নিয়ামক এবং সহায়ক শক্তির ওপর। যদিও আমাদের মাথাপিছু আয়ের উল্লম্ফন গত দেড় দশকে আগের দশকগুলোর তুলনায় বেশ বড়, কিন্তু উচ্চ আয় বৈষম্য থাকলে কেবল মাথাপিছু আয়ের ওপর নির্ভর করে একটা দেশের প্রকৃত অর্থনৈতিক অবস্থা বিচার করা যায় না। একারণেই জাতিসংঘের মানব উন্নয়ন সূচক (এইচ ডি আই) প্রবর্তিত হয়। এই সূচকের মূল চারটি বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে মাথাপিছু আয়, জন্মকালীন সম্ভাব্য আয়ুষ্কাল, স্কুলজীবনের গড় বৎসর এবং স্কুল জীবনে টিকে থাকার সম্ভাব্য সময়। পরবর্তী সময়ে সূচকের আংশিক সংশোধন করে প্রবর্তন করা হয় বৈষম্য-সমন্বিত সূচক, যাতে স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং আয়ের প্রাপ্তির ফলাফলকে নিরূপণ করা হয় বৈষম্যের বিচারে। বৈষম্যের কারণে মানব উন্নয়নের যে ক্ষতি সাধিত হয় সেটাই হচ্ছে আগের সূচকের সাথে এটির পার্থক্য। ২০১৩ সালের ভিত্তিতে প্রস্তুত অসাম্য-সমন্বিত সূচকের ২০১৪-এর রিপোর্টে দেখা যায় বাংলাদেশের অবস্থান ১০৩তম, যেখানে ভারত ১০০তম এবং পাকিস্তান রয়েছে ১০৮তম অবস্থানে।

নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে পৌঁছানোর পথে আমাদের সামনের বাধাগুলো কি হতে পারে ?

স্বল্পোন্নত দেশের জন্য নির্ধারিত কিছু সুবিধা বঞ্চিতি ছাড়াও মধ্যম আয়ের বিভিন্ন দেশ যে বিপাকে পড়ে সেটির নাম 'মিডল ইনকাম ট্র্যাপ,' আমি বলি মধ্যম আয়ের চক্কর। অর্থাৎ একটি দেশ মাথাপিছু আয়ের কোনো এক স্তরে পৌঁছে অন্যান্য প্রতিকূল অবস্থার কারণে এক জায়গায় গিয়ে আটকে যায়। কৃষিখাত থেকে অকৃষিখাতে শ্রমশক্তির অবাধ স্থানান্তর এবং লাভজনক বিনিয়োগের প্রাথমিক উচ্ছ্বাস এক পর্যায়ে স্তিমিত হয়ে আসে। এ পর্যায়ে অর্থনীতির চালিকাশক্তি নবায়নের জন্য প্রয়োজন হয় দক্ষ জনশক্তি, উন্নততর প্রযুক্তি, যথাযথ প্রাতিষ্ঠানিক ও অবকাঠামোগত ভিত্তি। কিন্তু কেবল মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করতে গিয়ে অন্যান্য দিক উপেক্ষিত হয়, ফলে উন্নয়নের সব সহযোগী ফ্যাক্টরগুলো নিশ্চিত করার ক্ষমতা থাকে না দেশটির। ফলে অপর্যাপ্ত বিনিয়োগ এবং নিম্ন প্রবৃদ্ধির কারণে মধ্য কিংবা নিম্ন মধ্যম আয়ের চক্কর থেকে বের হতে পারে না দেশগুলো। ল্যাটিন আমেরিকার মেক্সিকো বা ব্রাজিল কিংবা আমাদের বাড়ির পাশের ইন্দোনেশিয়া বা থাইল্যান্ড এই চক্করে পড়ে আছে এখনো।

আপনার সার্বিক মন্তব্য কী হবে ?

সদ্যপ্রাপ্ত এই শিরোপা ধরে রাখার জন্য আমাদের পাড়ি দিতে হবে আরও দীর্ঘ পথ, নজর রাখতে হবে সাফল্যটি ধরে রেখে অগ্রসর হওয়ার দিকে। কেবল মাথাপিছু আয়ের আত্মতুষ্টিতে বিভোর থাকলে অর্থনীতি ও জনগণের সার্বিক মঙ্গলসূচক কোনো পরিকল্পনা সফল হবে না।

ফেরদৌস আরা বেগম

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা
বিজনেস ইনিশিয়েটিভ লিডিং ডেভেলপমেন্ট (বিল্ড)

সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন আয়ের দেশ হতে উন্নীত করে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ অর্জনকে আপনি কিভাবে দেখছেন ?

বিশ্বব্যাংকের স্বীকৃতির মাধ্যমে আমরা একটি নতুন মাত্রার আন্তর্জাতিক পরিচিতি পেলাম। নিঃসন্দেহে এটি একটি বড় অর্জন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে, বর্তমান বিশ্বে নিম্ন আয়ের দেশ রয়েছে ৩১টি, নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ ৫১টি, উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ ৫৩টি এবং উচ্চ আয়ের দেশ রয়েছে ৮০টি। অনেক বিশ্লেষকই বলছেন ২০২১ সাল নাগাদ আমরা মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে পারব। কেউ কেউ এক ধাপ এগিয়ে বলছেন ২০২১ নয় বরং ২০১৮ সালের মধ্যেই আমরা মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হব। আমাদের উচিত হবে এমনভাবে কর্ম পরিকল্পনা নির্ধারণ করা যাতে এগুলো আমরা বাস্তবে পরিণত করতে পারি।

আমাদের এই অর্জনের ফলে বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশ কি কি সুবিধা পাবে ?

বিশ্বব্যাপী ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা ঋণ গ্রহীতাদের বিভিন্ন রেটিং করে থাকেন। মুডি, গোল্ডম্যান স্যাক্স ইত্যাদি আন্তর্জাতিক সংস্থা বেশ কয়েক বছর ধরেই বাংলাদেশের ক্রমাগত উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির ধারা বিশ্লেষণ করে বলে আসছিল বাংলাদেশ একটি উদীয়মান দেশ। এ অর্জনের ফলে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অনেক সম্মানজনক অবস্থানে চলে গেল তবে তা ধরে রাখার সক্ষমতা অর্জনে অনেক দায়িত্বও বেড়েছে। আমাদের জনশক্তিকে পরিপূর্ণ কাজে লাগাতে হবে সেজন্য চাই বাড়তি বিনিয়োগ। এ প্রসঙ্গে একটি তথ্য দিতে চাই- বিশ্বের শীর্ষ ১০টি দেশের FDI Ranking এ দেখা যায় (WIR ২০১৪) আমাদের প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে ভারত, শ্রীলংকা এমনকি পাকিস্তানও এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এদের প্রবৃদ্ধির হার এবং অন্যান্য অর্থনৈতিক সূচক আমাদের চেয়ে খুব বেশি অগ্রসর নয়। তাহলে আমরা কেন FDI আকর্ষণের ক্ষেত্রে বিশ্বের শীর্ষ দশে আসতে পারব না ?

আপনি FDI এর কথা বলছেন। আমাদের বর্তমান অর্জন এই ক্ষেত্রে কি প্রভাব ফেলতে পারে বলে আপনি মনে করেন ?

নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার ফলে আমরা যেমন নতুন কিছু সুবিধা পাব তেমনি আমাদের কিছু নতুন দায়িত্বও চলে আসবে। সুবিধাগুলোর মধ্যে প্রথমটি হবে আমাদের ক্রেডিট র‍্যাংকিংয়ের উন্নয়ন। এর ফলে আমাদের দেয়া ঋণ কম ঝুঁকির বলে বিবেচিত হবে। এর পাশাপাশি উন্নত দেশসমূহ স্বল্পোন্নত দেশের জন্য আলাদা ফান্ড রাখে। আমাদের হয়তো এ ফান্ডগুলো পেতে আগের চেয়ে বেশি শর্ত মানতে হবে। আপনি যদি আমাদের এফডিআই (FDI) এর পরিমাণের দিকে লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন, গত বছর আমাদের এফডিআইয়ের পরিমাণ ছিল ১৫৯৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এ বছর সেটা কমে দাঁড়িয়েছে ১৫২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ এক বছরে প্রায় ৪% কমে গিয়েছে। আমাদের বিনিয়োগের একটি বড় সমস্যা হলো বিনিয়োগের সিংহভাগ হয় রি-ইনভেস্টমেন্ট। আমাদের এই বিনিয়োগের বড় অংশগুলো টেলিকম, পাওয়ার সেক্টরসহ কিছু খাতে ব্যয় হয়। আমাদের উচিত হবে বিনিয়োগের এই কেন্দ্রীভূত প্রবণতা কমিয়ে একে ডাইভারসিফাইড বা সম্প্রসারিত করা। নতুন নতুন ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে বিনিয়োগের প্রবাহ বাড়ানো দরকার। ফলে বিনিয়োগের একটি ভারসাম্য আসবে। উৎপাদন খাতে বিনিয়োগ বাড়াতে পারলে নতুন কর্মসংস্থান বাড়বে যা এ মুহূর্তে আমাদের সবচাইতে বেশি প্রয়োজন।

দেশের এই অর্জন প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনে কী প্রভাব ফেলবে বলে আপনি মনে করেন ?

বিশ্বব্যাংকের হিসাব অনুযায়ী আমাদের বর্তমান বার্ষিক মাথাপিছু আয় প্রায় ১০৮০ মার্কিন ডলার। এর মানে কিন্তু এই নয় যে, দেশের প্রতিটি মানুষ বছরে ১০৮০ মার্কিন ডলার আয় করে। দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর একটি বিশাল অংশ মাথাপিছু আয়ের চেয়ে অনেক কম আয় করে থাকে। আমাদের দেশে প্রতিবছর প্রায় ২০ লক্ষ নতুন লোক চাকরির বাজারে প্রবেশ করে। কিন্তু এ বিপুল সংখ্যক লোকের চাকরির সুব্যবস্থা করার মতো অবকাঠামোগত সুবিধা আমাদের নেই। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে সরকার প্রায় এক কোটি ঊনআশি লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যাপক পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। এই সকল পরিকল্পনা সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারলে আমাদের বেকার সমস্যার অনেকটাই সমাধান হবে। সরকার ৩৫টি ইকোনমিক জোন সৃষ্টি করেছে। এসব জোনে কর্মসংস্থানের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে আমরা আশাবাদী। এভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসতে পারলে দেশের সকল শ্রেণির মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছানো সম্ভব হবে।

তানিয়া সুলতানা (তানিন)
এক্সিকিউটিভ অফিসার
সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড

সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন আয়ের দেশ থেকে উন্নীত করে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ (Lower Middle Income Country) হিসেবে চিহ্নিত করেছে। এ অর্জনকে আপনি কিভাবে দেখছেন ?

বাংলাদেশের এ অর্জন অবশ্যই উৎসাহ উদ্দীপক এবং ব্যাপক কর্মক্ষমতার মাধ্যমে আরও একস্তর ওপরে যাবার জন্য তা ভূমিকা রাখবে। নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে উপস্থাপন করেছে আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা 'বিশ্বব্যাংক'। ১ জুলাই ২০১৫ তারিখে প্রতিষ্ঠানটির ওয়েবসাইটেও বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ (ইনকাম লেভেল : লোয়ার মিডল ইনকাম) হিসেবে উপস্থাপন করা হয়। বিশ্বব্যাংকের শ্রেণিবিভাজন অনুযায়ী বছরে মাথাপিছু আয় ১০৪৫ ডলার পর্যন্ত হলে সে দেশটিকে নিম্ন আয়ের দেশ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় সম্প্রতি তা অতিক্রম করে ১০৮০ (২০১৪) ডলারে উন্নীত হয়েছে। এটি কেবলমাত্র অগ্রযাত্রার শুরু।

এই অর্জনের ফলে বিশ্বব্যাংকসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগী প্রতিষ্ঠান হতে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কোনো সুবিধা পাবে বলে কি আপনি মনে করেন ?

স্বাধীনতাপরবর্তী নানা অপ্রাপ্তির মধ্যে এটি একটি বড় সুসংবাদ। তবে এ নিয়ে দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়েছেন ব্যবসায়ীরা। তাঁরা আশঙ্কা করছেন, নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ায় ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পাওয়া বর্তমান সুবিধাগুলো হারাতে হতে পারে। রপ্তানিকারকরা আশঙ্কা করছেন, এ স্বীকৃতি অর্জনের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও অঞ্চলে পণ্য রপ্তানির ক্ষেত্রে কোটাসহ বিশেষ সুবিধা হারাতে পারে বাংলাদেশ, যা এতদিন নিম্ন আয়ের দেশ হিসেবে ভোগ করে আসছিল। একইসাথে বিভিন্ন উন্নয়ন সংস্থার ঋণ পাওয়া কঠিন হতে পারে বলে জানিয়েছেন অর্থনীতিবিদরা। যদিও এসব সুবিধা বাতিলের বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কোনো ঘোষণা আসেনি। দেশ এগিয়ে যাওয়ার এরকম একটি স্বীকৃতি এদেশের জন্য এই মুহূর্তে বেশ দরকার ছিল উল্লেখ করে অর্থনীতিবিদ ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, 'এমন স্বীকৃতি খুশি হওয়ার মতোই। তবে এটা আমাদের জন্য তৈরি হওয়ার একটি সংকেত মনে করতে হবে। কারণ বিশ্ববাণিজ্যে আমরা যদি আরও বেশি আমাদের অবস্থান পাকা না করতে না পারি, তবে কোটাসুবিধাগুলো বন্ধ হয়ে গেলে আমরা বেশ বিপদে পড়ব।' তাই এসব সুবিধা বন্ধ হলেও যাতে বিশ্ববাণিজ্যে আমরা পিছিয়ে না পড়ি সেভাবে প্রস্তুতি নেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন এ অর্থনীতিবিদ।

এদেশে বিদেশি বিনিয়োগ আকৃষ্ট হবে বলে আপনি মনে করেন কী ?

রাজনৈতিক প্রপাগান্ডায় আর আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় দৃশ্যমান না হলেও ভেতরে ভেতরে পাল্টে যাচ্ছে দেশের চিত্র। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে গড়ে উঠছে নতুন নতুন অবকাঠামো। রানা প্লাজা ট্র্যাজেডি, রাজনৈতিক অস্থিরতা ইত্যাদি প্রপাগান্ডায় বিদেশি বিনিয়োগ কমে গেলেও বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে বেশ কিছু অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে এবং এখনো হচ্ছে। দেশে পুঁজি বিনিয়োগে বিদেশিদের আকৃষ্ট করতে ঢাকা-চট্টগ্রাম চার লেন মহাসড়ক, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, পদ্মা সেতু, পানগাঁও নৌ টার্মিনাল নির্মাণ, গ্যাস সংকট নিরসনে এলএনজি টার্মিনাল, মেট্রোরেল, রাজধানীর চারপাশে সুয়ারেজ টানেল নির্মাণের মতো অবকাঠামো গড়ে তোলা হচ্ছে। চট্টগ্রাম ও মংলা সমুদ্রবন্দরের সক্ষমতা বাড়ানো হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদনও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের বিনিয়োগ নিরাপদ এবং পণ্য পরিবহন সহজিকরণ করতে নেয়া আরও কিছু অবকাঠামোর সংস্কার হচ্ছে। ইতোমধ্যেই চিন, জাপান, জার্মানির মতো দেশ বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছে। নতুন নতুন এসব অবকাঠামো অন্যান্য দেশের ব্যবসায়ীদের আকৃষ্ট করবে বিনিয়োগে। বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর অর্থনীতিবিদ ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ, স্বচ্ছতা-জবাবদিহিতা এবং কাজের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা আসবেই। আগামী ২০১৮ সালের মধ্যে পদ্মা সেতুর নির্মাণকাজ শেষ করার জোর প্রচেষ্টা চলছে। এই সেতু শুধু দেশের স্বপ্নই নয়; বিদেশি অনেক বিনিয়োগকারীও এই সেতুর ওপর চোখ রাখছেন। এই সেতু হলে দক্ষিণাঞ্চলের সঙ্গে রাজধানীর স্থলপথ সংযোগ স্থাপনে গতি আসবে। বিনিয়োগের সুযোগ বাড়বে।

বেসরকারি খাতে বিদেশ হতে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কি কোনো সুবিধা পাবে ?

বাংলাদেশের উন্নত ইমেজ বেসরকারি খাতে বিদেশ হতে বাণিজ্যিকভিত্তিতে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে সুবিধাভোগী হবে। কিন্তু এটিও উল্লেখ্য যে, স্বাভাবিকভাবে নিম্ন আয়ের দেশ যে সুদসুবিধা এবং ঋণমেয়াদ পাবে তা

স্বাভাবিকভাবেই নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ পাবে না, সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের হওয়ার সাপেক্ষে স্বল্পসুদ ও অধিক ঋণমেয়াদ হারাবে, সুতরাং উন্নত ব্যবস্থাপনা ও যুগোপযোগী কর্মীবাহিনী দ্বারা স্বল্প মেয়াদে আগের চেয়ে উচ্চসুদে ঋণ পরিশোধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে।

মাথাপিছু আয়ের ভিত্তিতে বাংলাদেশ এক ধাপ এগিয়ে গেলেও এর সুফল দেশের দরিদ্র জনগোষ্ঠী পাবে কি ?

সরকারের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী বর্তমানে ১ হাজার ৩১৪ মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে মাথাপিছু আয়। এক বছরে এ আয় বেড়েছে ১২৪ ডলার। এর অর্থ বাংলাদেশের জনগণ বছরে গড়ে ৯২ হাজার ৫৫২ টাকা আয় করছে। মাথাপিছু আয় বাড়লেই যে দেশে দারিদ্র্যের হার কমছে সেটি সঠিক নয়। আবার মাথাপিছু আয় অনুযায়ী দেশের প্রতিটি মানুষ সমান উপার্জন করছেন সেটিও সঠিক নয়।

বিশ্লেষকরা মনে করছেন, একদিকে দারিদ্র্য কমছে, অন্যদিকে ধনী-গরিবের মধ্যে আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য বাড়ছে। মূলত সম্পদের অসম বণ্টন এবং অবৈধ আয়ের উৎসের কারণে আয় বৈষম্য প্রকট হচ্ছে। মাথপিছু আয়ের হিসেবে বাংলাদেশের অর্থনীতি পৃথিবীতে ৫৮তম। অপরদিকে ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে আমাদের মাথাপিছু আয় ৩ হাজার ১৯০ মার্কিন ডলার এবং দেশের অর্থনীতি ৩৬তম।

জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, যাদের আয় দিনে এক ডলারের কম তারা হতদরিদ্র, আর যাদের আয় দুই ডলারের কম তারা দরিদ্র। এক ডলারে এখন ৭৮ থেকে ৮০ টাকা বা দুই ডলার বড় জোর ১৬০ টাকা। অনেক বিশেষজ্ঞের মতে, দিনে ২২০০ ক্যালরি খাদ্য গ্রহণকে দারিদ্র্যসীমা নির্ণয়ের মাধ্যম হিসেবে গণ্য করা উচিত। এ হিসাবে বাংলাদেশে দারিদ্র্যের হার শতকরা ৫০ ভাগের ওপরে হবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। যদিও সরকারি হিসাবে বাংলাদেশে অতিদারিদ্র্যের হার শতকরা ৪০ ভাগের নিচে। আয়কর ফাঁকি, প্রাকৃতিক সম্পদ দখল, ঋণ পরিশোধ না করা ইত্যাদি অবৈধ কাজের মাধ্যমে বিত্তশালীরা সম্পদের পাহাড় গড়ছে। দারিদ্র্য নিয়ে ভাবতে হলে বৈষম্য কমার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে হবে।

সাজিদ হাসান

প্রাক্তন শিক্ষার্থী, অর্থনীতি বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
(বর্তমানে কানাডার ফ্রেজার ইন্সটিটিউটে গবেষক হিসেবে কর্মরত)

সম্প্রতি বিশ্বব্যাংক বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে। অর্থনীতির একজন ছাত্র হিসেবে আপনি এই স্বীকৃতিকে কিভাবে দেখছেন ?

বহুল প্রতীক্ষিত এ স্বীকৃতি আমদের জন্য একটি মাইলফলক। এটি বিগত দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে বাংলাদেশের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির ফসল। স্বাধীনতার পর থেকেই আমরা বিশ্বব্যাংকের তালিকায় নিম্ন আয়ের দেশ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যা আমাদের মধ্যে সময়ে সময়ে হীনমন্যতার জন্ম দিত। এ স্বীকৃতির সবচেয়ে বড় দিকটি তাই মানসিক- 'আমরা আর নিম্ন আয়ের দেশ নই।'

এই স্বীকৃতির ফলে আগামী দিনগুলোতে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে কি ধরনের প্রভাব পড়তে পারে বলে আপনি মনে করেন ?

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে এর প্রভাব হবে মূলত ত্রিমাত্রিক। প্রথমত, এটি জাতি হিসেবে আমাদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি করবে। এর ফলে তরুণ সমাজের মধ্যে কর্মপ্রেরণা বৃদ্ধি পাবে এবং মেধাপাচার হ্রাস পাবে। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক ঋণবাজারে আমাদেরকে এখন কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে গণ্য করা হবে। ফলে কম সুদে ঋণ গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হবে। তৃতীয়ত, যেহেতু আমরা আর নিম্ন আয়ের দেশ নই, দাতাগোষ্ঠীর অনুদান আমরা আগের চেয়ে কম পাব। মোটের উপর এ স্বীকৃতির প্রভাবটি নির্ভর করছে প্রথম দুটি আঙ্গিককে আমরা কতখানি কাজে লাগাতে পারছি তার উপর।

নিম্ন মধ্যম থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে আমাদের কোন কোন বিষয়গুলোর ওপর গুরুত্ব দেয়া উচিত বলে একজন তরুণ অর্থনীতিবিদ হিসেবে আপনি মনে করেন ?

বিশ্বব্যাংকের হিসেবে দেশগুলোকে আয়ের ভিত্তিতে চারটি তালিকায় ভাগ করা হয়- নিম্ন আয়, নিম্ন মধ্যম আয়, উচ্চ মধ্যম আয় এবং উচ্চ আয়। মাথাপিছু জাতীয় আয় ১ হাজার ৪৬ ডলার থেকে শুরু করে ৪ হাজার ১২৫ পর্যন্ত হলে তা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ। বাংলাদেশের মাথাপিছু আয় বর্তমানে ১ হাজার ৩১৪ ডলার, ফলে আমরা নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছি। কিন্তু, নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ থেকে উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে হলে আমাদের আরও অনেকটা পথ পাড়ি দিতে হবে। এর জন্য আমাদের মাথাপিছু আয় বর্তমানে যা আছে তার চারগুণেরও বেশি বৃদ্ধি করতে হবে। নিঃসন্দেহে কাজটি সহজ নয় এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের তালিকাটাও সমীহ করার মতো। কাজেই উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ হবার জন্য আমাদের প্রয়োজন স্থিতিশীল দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সর্বোপরি বিকেন্দ্রীকরণ। পাশাপাশি, সরকারের উচিত কারিগরি শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে দক্ষ শ্রমিক তৈরি করা যারা শ্রমঘন শিল্পখাতের বিকাশ এবং রপ্তানি বহুমুখীকরণে সহায়তা করবে।

আমাদের দেশের নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠী এই অর্জনের ফলে কিভাবে উপকৃত হতে পারে ?

আমাদের মনে রাখতে হবে এই অর্জন মূলত ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির একটি স্বীকৃতি। এই স্বীকৃতি অর্জনের পিছনে নিম্ন আয়ের জনগণের ভূমিকা অনস্বীকার্য। বাংলাদেশের ধারাবাহিক প্রবৃদ্ধির পিছনে বিগত বছরগুলোতে পোশাকশিল্প এবং রেমিট্যান্স খাতে আয়ের গুরুত্ব অপরিসীম, যার মূলে রয়েছে এদেশের নিম্ন আয়ের মেহনতি জনগণ। আরেক আঙ্গিকে দেখলে, যদিও পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশের মতো বাংলাদেশেও আয়-বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে, তথাপি অর্থনীতির সামগ্রিক উন্নয়নের ফলস্বরূপ নিম্ন আয়ের জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের কাতারে আসার পিছনে এর প্রতিফলন রয়েছে।

নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হওয়ার ফলে আমাদের বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কী পরিবর্তন ঘটবে বলে আপনি মনে করেন ?

বৈদেশিক বাণিজ্যের সাথে বিশ্বব্যাংকের এই স্বীকৃতির সরাসরি কোনো সম্পর্ক নেই। বৈদেশিক বাণিজ্যে যেটির ভূমিকা আছে তা হলো জাতিসংঘের হিসাবে বাংলাদেশের অবস্থান স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের কাতারে উন্নীত হচ্ছে কি না। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার নিয়ম অনুযায়ী স্বল্পোন্নত দেশ কোটার ক্ষেত্রে বিভিন্ন সুবিধা পেয়ে থাকে, যা উন্নয়নশীল কিংবা উন্নত দেশগুলো পায় না। জাতিসংঘের হিসেবে বাংলাদেশ এখনও স্বল্পোন্নত দেশ। কাজেই স্বল্পোন্নত দেশ হিসেবে আমরা বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এতদিন ধরে যে সুবিধাগুলো পেয়ে আসছি তা অব্যাহত থাকবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাতিসংঘের হিসেবে একটি দেশ স্বল্পোন্নত, উন্নয়নশীল না কি উন্নত তা তিনটি সূচক অনুযায়ী নির্ধারিত হয়- অর্থনীতির নাজুকতার সূচক, মানব উন্নয়ন সূচক ও মাথাপিছু আয়ের সূচক। উন্নয়নশীল দেশের কাতারে অন্তর্ভুক্ত হতে হলে মানব উন্নয়ন সূচক ও মাথাপিছু আয়ের সূচকে আমাদের আরও অগ্রগামী হতে হবে। তবে বিশ্বব্যাংক কর্তৃক নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে এই স্বীকৃতির ফলে আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ঋণ গ্রহণের সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশীয় শিল্পের বিকাশ ত্বরান্বিত হতে পারে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ভূমিকা

মোঃ শাহ আলম

উদ্ভাবনী অর্থায়ন সেবা ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নে মধ্যস্থতা সুদৃঢ়করণের মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। গতানুগতিক আর্থিক সেবার পাশাপাশি গতিশীল ও উদ্ভাবনী সেবা প্রদান এবং ব্যবসা পরিধি সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ খাত ক্রমান্বয়ে ব্যাংকিং খাতের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে।

ভূমিকা

অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ (এনবিএফআই) ব্যাংকসমূহের পাশাপাশি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মুখ্য আর্থিক মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করছে। ব্যাংকিং খাত সচরাচর যেসকল আর্থিক সেবা দিতে পারে না, আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ সেসকল সেবা প্রদান করে অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। উদ্ভাবনী অর্থায়ন সেবা ও দীর্ঘমেয়াদি অর্থায়নে মধ্যস্থতা সুদৃঢ়করণের মাধ্যমে সাম্প্রতিক সময়ে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো সন্তোষজনক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। গতানুগতিক আর্থিক সেবার পাশাপাশি গতিশীল ও উদ্ভাবনী সেবা প্রদান এবং ব্যবসা পরিধি সম্প্রসারণের মাধ্যমে এ খাত ক্রমান্বয়ে ব্যাংকিং খাতের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে আবির্ভূত হচ্ছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ গৃহায়ন খাতের পাশাপাশি পুঁজিবাজারেও জোরালো ভূমিকা রাখছে। ব্যাংকের ন্যায় অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠান তাদের সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মার্চেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ঝুঁকিভিত্তিক তত্ত্বাবধান ব্যবস্থার মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তত্ত্বাবধান করা হয়।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পটভূমি

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তৎকালীন কোম্পানি'জ অ্যাক্ট, ১৯১৩ এর আওতায় নিগমভুক্ত এবং বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার, ১৯৭২ এর পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত শর্তানুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। পরবর্তী সময়ে নিয়ন্ত্রণ সীমাবদ্ধতাসমূহ দূরীকরণ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিস্তৃত সেবার পরিধি সংজ্ঞায়নের লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা, ১৯৯৪ প্রণয়ন করা হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ এর আওতায় লাইসেন্স প্রদান ও নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এই আইনের অধীনে বর্তমানে ৩২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান লাইসেন্সভুক্ত। আর্থিক প্রতিষ্ঠান প্রবিধানমালা, ১৯৯৪ অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ এক বিলিয়ন টাকা। আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর তহবিলের উৎসসমূহের মধ্যে মেয়াদি আমানত, ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত ঋণসুবিধা, কলমানি মার্কেট এবং বন্ড ও সিকিউরিটাইজেশন অন্যতম। বাংলাদেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাংক-কোম্পানিসমূহের তুলনায় সীমিত পরিসরে ব্যবসা করলেও কিছু পণ্যে তারা ব্যাংকের চেয়ে বিস্তৃত সেবা প্রদান করছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ২ ডিসেম্বর ২০১৩ থেকে তিন মাসের মেয়াদি আমানত গ্রহণের অনুমোদন লাভ করে (ডিএফআইএম সার্কুলার নং ০৯/২০১৩)। এখন আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো বহুমুখী আর্থিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করছে।

বর্তমানে ৩২টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটি সরকারি মালিকানাধীন, ১০টি যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত এবং অবশিষ্ট ১৯টি স্থানীয় ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান। ৩০ জুন ২০১৫ এ দেশব্যাপী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শাখার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৯৮টিতে। সারণী ১-এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গঠন কাঠামো দেখানো হলো।

সারণী ১ঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের গঠন কাঠামো

	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫*
অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের সংখ্যা	২৯	২৯	২৯	৩১	৩১	৩১	৩১	৩২
সরকারি মালিকানাধীন	১	১	১	৩	৩	৩	৩	৩
যৌথ উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত	৮	৮	৮	৮	১০	১০	১০	১০
ব্যক্তি মালিকানাধীন	২০	২০	২০	২০	১৮	১৮	১৮	১৯
নতুন শাখা	৮	২০	২০	৫৩	৮	৭	৭	১৫
মোট শাখা	৮০	৮৮	১০৮	১৬১	১৬৯	১৭৬	১৮৩	১৯৮

* ৩০ জুন ২০১৫ ভিত্তিক

সূত্রঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

সম্পদ (ঋণ ও আগাম)

২০১৪ সালে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সম্পদ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতের সামগ্রিক সম্পদের পরিমাণ ২০১২ সালের ৩৩৩.৯ বিলিয়ন টাকা হতে ২০১৩ সালে শতকরা ৩০.৭ ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৩৬.৩ বিলিয়ন টাকায় উন্নীত হয়েছে। জুন ২০১৪ শেষে মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৪৬৮.৭ বিলিয়ন টাকা।

বিনিয়োগ

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ অর্থনীতির বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করলেও মূলত শিল্প খাতেই তাদের বিনিয়োগ পুঞ্জীভূত। জুন, ২০১৪ এ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের খাতভিত্তিক বিনিয়োগ ছিল শিল্পে ৪৩.০%, আবাসনে ১৬.৯%, মার্জিন ঋণে ৪.৪%, ব্যবসা ও বাণিজ্যে ১৫.৪%, মার্চেন্ট ব্যাংকিংয়ে ৪.৫%, কৃষিতে ১.৪% এবং অন্যান্য খাতে ১৪.৪% (চার্ট-১)। ডিসেম্বর ২০১৩ এর তুলনায় ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য খাত ব্যতীত অন্য কোনো খাতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি। ব্যবসা বাণিজ্য ও অন্যান্য খাতে বিনিয়োগে সামান্য পরিবর্তন (যথাক্রমে ৪.১% ও ৩.২%) লক্ষ করা গেছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন ১৯৯৩ এর বিধান অনুসারে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পর্যন্ত পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করতে পারে। ডিসেম্বর ২০১৩ শেষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পুঁজিবাজারে মোট বিনিয়োগ ছিল ১০.৭ বিলিয়ন টাকা (২.৫%) যা ডিসেম্বর ২০১২-এ ছিল ১৪.৬ বিলিয়ন টাকা।

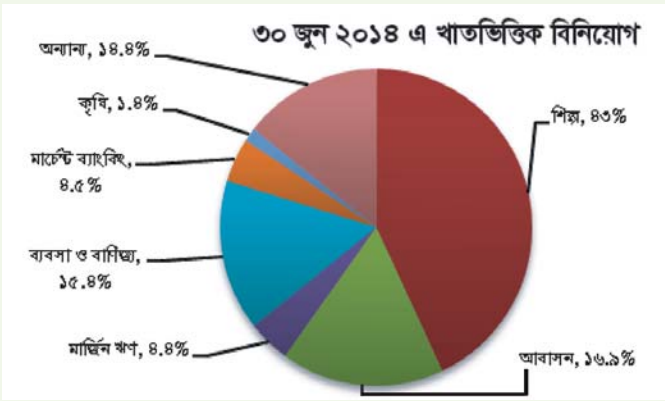

আমানত

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট আমানতের পরিমাণ ২০১৩ সালের ১৯৮.৩ বিলিয়ন টাকা (মোট দায়ের শতকরা ৫৬.৬ ভাগ) হতে ২০১৪ সালে শতকরা ১৭.৮০% ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে ২৩৩.৫৮ বিলিয়ন টাকায় (মোট দায়ের শতকরা ৫৭.৪১ ভাগ) উন্নীত হয় (সারণী ২)।

সারণী ২ঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের দায়, সম্পদ ও আমানত (বিলিয়ন টাকা)

	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪*
মোট সম্পদ	১২০.৬	১৪২.৪	১৯৩.৮	২৫১.৫	২৮৮.৪	৩৩৩.৯	৪৩৬.৩	৫০০.৫৬
মোট দায়	১০০.৯	১১৯.৮	১৬৪.৪	২০৬.৮	২৩৫.৭	২৭৪.৩	৩৫০.৪	৪০৬.৮৬
দায়-সম্পদ অনুপাত	৮৩.৭	৮৪.১	৮৪.৮	৮২.২	৮১.০	৮২.২	৮০.৩	৮১.৩
আমানত	২৬.৮	৩৮.৩	৮০.৮	৯৪.৪	১১২.৬	১৪৫.৪	১৯৮.৩	২৩৩.৫৮
মোট দায়ের শতকরা হার হিসেবে আমানত	২৬.৬	৩২.০	৪৯.২	৪৫.৭	৪৭.৮	৫৩.০	৫৬.৬	৫৭.৪১

*৩০ জুন, ২০১৪ ভিত্তিক

সূত্রঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

বন্ড ও সিকিউরিটাইজেশন কার্যক্রম

কর্পোরেট বন্ড মার্কেটের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে। স্বল্প সংখ্যক প্রতিষ্ঠান ও সীমিত ইনস্ট্রুমেন্ট নিয়ে এ মার্কেট পরিচালিত হচ্ছে। জিরো কুপন বন্ড ও অ্যাসেট ব্যাক্ড সিকিউরিটি ইস্যুর মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বন্ড মার্কেট উন্নয়নে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ হতে অনাপত্তি গ্রহণপূর্বক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান (আইডিএলসি ফাইন্যান্স লিমিটেড) কর্তৃক জুন ২০১৪ তে ১.৫ বিলিয়ন টাকার নন-কনভারটিবল জিরো কুপন বন্ড ইস্যু করা হয়। ২০১৪ সালে লংকাবাংলা ফাইন্যান্স লিমিটেড তিন বিলিয়ন টাকার জিরো কুপন বন্ড ইস্যু করে। এছাড়া, ইউনিয়ন ক্যাপিটাল লিমিটেডকে ৫০ কোটি টাকার প্রেফারেন্স শেয়ার ইস্যু করার অনাপত্তি প্রদান করা হয়েছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা ও রেটিং

ব্যাংকের ন্যায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মদক্ষতা ক্যামেলস্ রেটিংয়ের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে, যাতে তাদের কর্মপন্থার ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকের পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা হয়। ক্যামেলস্ রেটিংয়ে ব্যবহৃত নির্দেশক ছয়টি হলো ১. মূলধন পর্যাপ্ততা, ২. সম্পদের গুণগত মান, ৩. ব্যবস্থাপনা, ৪. উপার্জন ক্ষমতা ৫. তারল্য পরিস্থিতি ও ৬. বাজার ঝুঁকির সাথে সংবেদনশীলতা।

মূলধন পর্যাপ্ততা

মূলধন পর্যাপ্ততা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মূলধনের সার্বিক অবস্থার উপর আলোকপাত করে এবং সম্ভাব্য আর্থিক ক্ষতির হাত থেকে আমানতকারীদের সুরক্ষাসহ প্রধান আর্থিক ঝুঁকি (যেমন- ঋণ ঝুঁকি, বাজার ঝুঁকি, সুদ হার ঝুঁকি ইত্যাদি) মোকাবেলায় প্রতিষ্ঠানকে সহায়তা করে। ব্যাসেল একর্ড এর আওতায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে তাদের ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের শতকরা অন্যূন ১০ ভাগ (যার মধ্যে মুখ্য মূলধন কমপক্ষে শতকরা পাঁচ ভাগ) মূলধন হিসেবে সংরক্ষণ করতে হয়। জুন ২০১৪ শেষে ৩০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (নতুন একটি বাদে) মধ্যে ২৮টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় মূলধন সংরক্ষণে সমর্থ হয়েছে। ক্যামেলস্ রেটিংয়ের মূলধন পর্যাপ্ততা উপাদানে জুন ২০১৪ শেষে ৩০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (একটি প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত এ রেটিংয়ের আওতায় আসেনি) মধ্যে একটির রেটিং ছিল '১ বা সুদৃঢ়', ১৮টির '২ বা সন্তোষজনক', নয়টির '৩ বা মোটামুটি ভালো' এবং দুইটির '৪ বা প্রান্তিক'।

সম্পদের গুণগত মান

সম্পদের গুণগত মান নির্ণয়ের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হচ্ছে মোট ঋণ/লিজের তুলনায় বিরূপ শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ/লিজের হার। জুন ২০১৪ শেষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এ হার ছিল ৫.৪ শতাংশ, যা সাম্প্রতিক সময়ে ২০০৭ সালে ছিল সর্বোচ্চ (৭.১ শতাংশ)। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট সম্পদের মধ্যে ঋণ, লিজ ও অগ্রিমের পরিমাণ ৭২.২ শতাংশ। জুন ২০১৪ শেষে সম্পদের গুণগত মানে ৩০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (একটি প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত এ রেটিংয়ের আওতায় আসেনি) মধ্যে নয়টির রেটিং ছিল '২ বা সন্তোষজনক', ১০টির '৩ বা মোটামুটি ভালো' এবং বাকি ১১টির '৪ বা প্রান্তিক'।

সারণী ৩ঃ মোট ঋণ/লিজ এবং শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ/লিজ (বিলিয়ন টাকা)

	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪*
ঋণ/লিজ	১০৬.৪	১১৬.৭	১৭৮.১	২০৯.৭	২৫২.১	২৭৩.৬	৩৪১.৭
শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ/লিজ	৭.১	৭.৩	১০.৫	১০.৩	১৩.৭	১৬.৮	১৮.৫
মোট ঋণ/লিজের হার হিসেবে শ্রেণিবিন্যাসিত ঋণ/লিজ	৬.৭	৬.৩	৫.৯	৪.৯	৫.৪	৬.২	৫.৪

*৩০ জুন, ২০১৪ ভিত্তিক

সূত্রঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

ব্যবস্থাপনা দক্ষতা

সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান শক্তিশালীকরণ ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত। মোট আয়-ব্যয় অনুপাত, পরিচালন ব্যয় ও মোট ব্যয় অনুপাত, কর্মচারী প্রতি আয় ও পরিচালন ব্যয়, এবং সুদ হারের ব্যবধান ইত্যাদি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা মূল্যায়নের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। ব্যবস্থাপনা দক্ষতায় জুন ২০১৪ শেষে ৩০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের (একটি প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত এ রেটিংয়ের আওতায় আসেনি) মধ্যে ১৮টির রেটিং ছিল '২ বা

সন্তোষজনক', নয়টির '৩ বা মোটামুটি ভালো' এবং বাকি তিনটির '৪ বা প্রান্তিক'।

আয় ও উপার্জন ক্ষমতা

আয় প্রবাহ ও উপার্জন ক্ষমতা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের দক্ষ সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও দীর্ঘমেয়াদি সক্ষমতার পরিচায়ক। এ নির্দেশকসমূহ পর্যাপ্ত মূলধন ভিত্তির মাধ্যমে সম্ভাব্য ক্ষতি পুষিয়ে ওঠা, সম্প্রসারণ কার্যক্রমে অর্থায়ন এবং শেয়ার হোল্ডারদের পর্যাপ্ত লভ্যাংশ প্রদানে প্রতিষ্ঠানের সক্ষমতা প্রকাশ করে। উপার্জন এবং মুনাফা পরিমাপের বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে বহুল ও সর্বোত্তম ব্যবহৃত সূচক হচ্ছে সম্পদের ওপর আয় হার (ROA) যা ইক্যুইটির ওপর আয় হার (ROE) এর সম্পূরক। জুন ২০১৪ এ ৩০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ROA ও ROE ছিল যথাক্রমে ১.৪২% ও ৭.৬২%। জুন ২০১৪ এ উপার্জন ক্ষমতায় ৩০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে (একটি প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত এ রেটিংয়ের আওতায় আসেনি) একটির রেটিং ছিল '১ বা সুদৃঢ়', ২০টির '২ বা সন্তোষজনক', এবং বাকি নয়টির '৩ বা মোটামুটি ভালো'।

সারণী ৪ঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপার্জন ক্ষমতা

	২০০৭	২০০৮	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩*
ইক্যুইটির ওপর আয় হার (ROE)	১৩.৮	১২.৯	২০.৯	২৪.৪	১১.৭	১০.৪	৭.৫
সম্পদের ওপর আয় হার (ROA)	২.৩	২.১	৩.২	৪.৩	২.১	১.৯	১.৫

*৩০ জুন, ২০১৪ ভিত্তিক

সূত্রঃ আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক

তারল্য পরিস্থিতি

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ শুধুমাত্র মেয়াদি আমানত গ্রহণ করতে পারে। বর্তমানে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে মোট মেয়াদি দায়ের শতকরা পাঁচ ভাগ বিধিবদ্ধ তরল সম্পদ (এসএলআর) রূপে, যার মধ্যে মেয়াদি আমানতের শতকরা ২.৫০ ভাগ (দৈনিক ন্যূনতম শতকরা দুইভাগ) নগদ তরল সম্পদ (সিআরআর) হিসাবে দ্বি-সাপ্তাহিক ভিত্তিতে সংরক্ষণ করতে হয়। মেয়াদি আমানত গ্রহণ করে না এমন আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এসএলআর শতকরা ২.৫০ ভাগ। সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড (ইডকল) বিধিবদ্ধ তরল সম্পদ সংরক্ষণের এ বাধ্যবাধকতা থেকে অব্যাহতিপ্রাপ্ত। ৩০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে (একটি প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত এ রেটিংয়ের আওতায় আসেনি) জুন ২০১৪ শেষে তারল্য পরিস্থিতিতে ১৯টির রেটিং ছিল '২ বা সন্তোষজনক', ১০টির '৩ বা মোটামুটি ভালো' এবং একটির '৪ বা প্রান্তিক'।

বাজার ঝুঁকির সাথে সংবেদনশীলতা

সুদ হার বা ইক্যুইটির পরিবর্তন কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সম্পদ-দায়, উপার্জন এবং মূলধনের উপর কি ধরনের বিরূপ প্রভাব ফেলে বাজার ঝুঁকির সাথে সংবেদনশীলতা তার মাত্রা নির্দেশ করে। এ সংবেদনশীলতা মূল্যায়নের সময় কার্যকর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বাজার ঝুঁকি নিরূপণ ও নিয়ন্ত্রণে কোনো প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার সক্ষমতার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। সংবেদনশীলতা মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোনো কঠিন পরিস্থিতিতে সুদ হার অথবা ইক্যুইটি মূল্যের (অথবা উভয়েরই) সম্ভাব্য অভিঘাতজনিত দুর্বলতাকে বিবেচনায় নেয়া হয়। অনেক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রেই বাজার ঝুঁকির প্রাথমিক উৎস উদ্ভূত হয় নন্-ট্রেডিং অবস্থা এবং সুদ হার পরিবর্তনে তার সংবেদনশীলতা থেকে। জুন ২০১৪ শেষে ৩০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে (একটি প্রতিষ্ঠান এখন পর্যন্ত এ রেটিংয়ের আওতায় আসেনি) বাজার ঝুঁকির সাথে সংবেদনশীলতায় ছয়টির রেটিং ছিল '২ বা সন্তোষজনক', ১৫টির '৩ বা মোটামুটি ভালো' এবং নয়টির '৪ বা প্রান্তিক'।

সমন্বিত ক্যামেলস্ রেটিং

ডিসেম্বর ২০১৩ এ ৩০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৪টির সমন্বিত ক্যামেলস্ রেটিং [Composit CAMELS Rating) (C=Capital Adequacy (মূলধন পর্যাপ্ততা), A=Asset Quality (সম্পদের গুণগতমান), M=Management Quality (ব্যবস্থাপনা), E= Earning Ability (উপার্জন ক্ষমতা) , L=Liquidity (তারল্য পরিস্থিতি), S=Sensitivity to Market (বাজার ঝুঁকির সাথে সংবেদনশীলতা)] ছিল '২ বা সন্তোষজনক', ১৪টির '৩ বা মোটামুটি ভালো' এবং বাকি দুইটির '৪ বা প্রান্তিক'। জুন ২০১৪ এ ৩০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ১৫টির সমন্বিত ক্যামেলস্ রেটিং ছিল '২ বা সন্তোষজনক", ১৪টির '৩ বা মোটামুটি ভালো' এবং বাকি একটির '৪ বা প্রান্তিক'।

আইনি কাঠামো ও প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন্স

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সামর্থ্য উন্নয়ন এবং কার্যক্রমে অধিকতর স্বচ্ছতা আনয়নপূর্বক এ খাতকে শক্তিশালীকরণের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ কর্তৃক কতিপয় নীতি নির্ধারণী ও নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম গৃহীত হয়েছে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন পর্যাপ্ততা এবং ব্যাসেল একোর্ড বাস্তবায়নে অগ্রগতি

১ জানুয়ারি ২০১২ হতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে ব্যাসেল-২ এর বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলছে। আন্তর্জাতিক উত্তম পন্থাসমূহের অনুশীলন এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মূলধন কাঠামো অধিকতর ঝুঁকিভিত্তিক ও আঘাত-সহনশীল করণার্থে বাংলাদেশ ব্যাংক ইতোমধ্যেই প্রুডেন্সিয়াল গাইডলাইন্স অন ক্যাপিটাল অ্যাডিকোয়েসি অ্যান্ড মার্কেট ডিসিপ্লিন (CAMD) নামক একটি গাইডলাইন জারি করেছে। বিধিবদ্ধ পরিপালন হিসেবে সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে গাইডলাইন্স অনুসরণ করতে হবে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্পোরেট সুশাসন

কর্পোরেট সুশাসন বলতে সেই সকল পদ্ধতি, রীতি-নীতি, আইন এবং প্রতিষ্ঠানসমূহের সমষ্টিকে বুঝায় যা কোনো কোম্পানির পরিচালনা, প্রতিপালন অথবা নিয়ন্ত্রণকে প্রভাবিত করে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্পোরেট সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদ, বিভিন্ন কমিটি, ব্যবস্থাপনা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কার্যাবলী বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক সুস্পষ্টভাবে নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছে। অধিকন্তু, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক বিবরণী, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা, বহিঃনিরীক্ষা, বিদ্যমান আইন ও নীতিমালাসমূহের পরিপালন প্রভৃতি ক্ষেত্রে অডিট কমিটির দায়িত্ব ও কর্তব্য; অডিট কমিটির অর্গানোগ্রাম, সদস্যদের যোগ্যতা, সভা আয়োজন প্রভৃতি ২৬ অক্টোবর ২০১১ তারিখের ডিএফআইএম সার্কুলার নং-১৩ এ বর্ণিত রয়েছে। পর্ষদে সদস্য সংখ্যা নয় থেকে ১১। পরিচালনা পর্ষদ প্রতিষ্ঠানের ভিশন/মিশন, বার্ষিক কৌশলগত পরিকল্পনা, মুখ্য কার্যদক্ষতা নির্দেশক, মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার গাইডলাইন ইত্যাদি নির্ধারণ ও অনুমোদন করে থাকেন। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানের দৈনন্দিন কার্যাবলী ও ব্যবসা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ।

মুখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পাঁচটি মুখ্য ঝুঁকি যেমন-ঋণ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ও পরিপালন, সম্পদ-দায় ব্যবস্থাপনা, মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও তথ্য-প্রযুক্তি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত গাইডলাইন ইস্যু করা হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ইস্যুকৃত গাইডলাইন্সের নির্দেশনাসমূহকে ন্যূনতম ভিত্তি বিবেচনায় তাদের নিজস্ব ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার গাইডলাইন প্রস্তুত করে থাকে।

স্ট্রেস টেস্টিং

দেশের অর্থায়ন ব্যবস্থা অধিকতর শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক

২০১০ সাল হতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্ট্রেস টেস্টিং কার্যক্রম অর্ধ-বার্ষিক ভিত্তিতে পরিচালনা করছিল। বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন মানের সংজ্ঞায়িত ব্যতিক্রম অথচ বিশ্বাসযোগ্য অভিঘাতের মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের স্থিতিস্থাপকতা পর্যবেক্ষণ করে থাকে। পরিস্থিতিগত প্রয়োজনীয়তা এবং ভবিষ্যৎ পরিপ্রেক্ষিত পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করে বাংলাদেশ ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিদ্যমান গাইডলাইন্স সংশোধন করে, যেখানে একটি নতুন আর্থিক অবস্থার নির্দেশক, দেউলিয়াত্বের হার (Insolvency Ratio), কার্যপরিকল্পনার সুপারিশমালা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নির্ণয়ের লক্ষ্যে বুদ্ধিভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় ফরম্যাট, ১ থেকে ৫ পর্যন্ত রেটিং স্কেল, ভারিত স্থিতিস্থাপকতা- ভারিত দেউলিয়াত্বের হার (WAR-WIR Matrix) দ্বারা অঞ্চলভিত্তিক অবস্থান (সবুজ, হলুদ ও লাল) অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

সংশোধিত গাইডলাইন্স অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে ত্রৈমাসিক অর্থাৎ ৩১ মার্চ, ৩০ জুন, ৩০ সেপ্টেম্বর এবং ৩১ ডিসেম্বর ভিত্তিতে স্ট্রেস টেস্টিং করতে হয়। জুন ২০১৪ এর স্ট্রেস টেস্টিং প্রতিবেদন অনুযায়ী ৩০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটি সবুজ অঞ্চলে, ১৯টি হলুদ অঞ্চলে এবং অবশিষ্ট আটটি লাল অঞ্চলে অবস্থান করছিল। জুন ২০১৩ এর স্ট্রেস টেস্টিং প্রতিবেদন অনুযায়ী ৩০টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে তিনটি সবুজ অঞ্চলে, ১৭টি হলুদ অঞ্চলে এবং অবশিষ্ট ১০টি লাল অঞ্চলে অবস্থান করছিল।

সম্পদের শ্রেণিবিন্যাস ও প্রভিশনিং

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ঋণ, অগ্রিম, লিজ, বিনিয়োগ ইত্যাদির মেয়াদ পর্যালোচনায় সম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে সংস্থান সংরক্ষণ করে থাকে। ঋণ/লিজের মেয়াদোত্তীর্ণের ভিত্তিতে এদের স্ট্যান্ডার্ড, বিশেষ উল্লেখ হিসাব, নিম্নমান, সন্দেহজনক ও মন্দ/ক্ষতি মানে শ্রেণিকরণ করে যথাক্রমে শতকরা ১, ৫, ২০, ৫০ ও ১০০ ভাগ সংস্থান সংরক্ষণ করতে হয়। জুন ২০১৪ শেষে দুইটি বাদে সবগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠান পর্যাপ্ত প্রভিশন সংরক্ষণ করেছে। জুন ২০১৪ এ মোট বকেয়া ঋণ/লিজের পরিমাণ ছিল ৩৪১.৭ বিলিয়ন টাকা যার মধ্যে বিরূপ শ্রেণিকৃত ঋণ ছিল ১৮.৫ বিলিয়ন টাকা (৫.৪%) যা ডিসেম্বর ২০১৩ এ ছিল ৫.৬%।

ঋণ পুনঃতফসিলিকরণের নীতিমালা

বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নির্ধারিত হারে ডাউন পেমেন্ট নগদে গ্রহণ সাপেক্ষে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ঋণ/লিজ হিসাব পুনঃতফসিল করতে পারে। ঋণ/লিজ হিসাব ১ম, ২য় ও তদ্‌পরবর্তী ধাপে পুনঃতফসিলিকরণের জন্য ন্যূনতম গৃহীতব্য ডাউন পেমেন্টের পরিমাণ হবে যথাক্রমে মেয়াদোত্তীর্ণ কিস্তির ১৫%, ৩০% ও ৫০% বা মোট বকেয়ার ১০%, ২০% ও ৩০% এ দুইয়ের মধ্যে যা কম।

গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিধিমালা

চার্জের তালিকা

আমানতকারী, বিনিয়োগকারী ও গ্রাহক স্বার্থ সংরক্ষণার্থে কতিপয় সেবার বিপরীতে ধার্যকৃত চার্জ যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণসহ বিভিন্ন সেবার বিপরীতে ধার্যকৃত চার্জের একটি সম্পূর্ণ তালিকা শাখা ও প্রধান কার্যালয়ের সুবিধাজনক দৃশ্যমান স্থানে প্রদর্শন করার পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানের স্ব-স্ব ওয়েবসাইটে আপলোড করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক যথাযথ মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ষাণ্মাসিক ভিত্তিতে এ সংক্রান্ত বিবরণী দাখিল করে থাকে। কমিটমেন্ট ফি, সুপারভিশন ফি এবং চেক ডিজঅনার ফি নামে কোনো কমিশন বা চার্জ আরোপ করা যাবে না।

বাংলাদেশে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের পণ্য ও সেবাসমূহের নীতিমালা

বিবেচনাপূর্ণ নীতিমালার (প্রুডেন্সিয়াল রেগুলেশন্স) অধীনে বিগত দুই দশকে বহুবিধ সংস্কার কার্যক্রম সফলতার সাথে সমন্বয় করা হয়েছে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাংকের পাশাপাশি তাদের প্রচলিত পণ্য ও সেবার মাধ্যমে এ সকল প্রতিযোগিতাপূর্ণ আর্থিক মধ্যস্থতা এবং গ্রাহকের পরিবর্তনশীল চাহিদার সাথে সাথে আর্থিক পণ্য ও সেবাসমূহের আরও বহুমুখীকরণের মাধ্যমে বিকশিত হয়েছে। চলমান এই ধারাটি সময়ের সাথে সাথে আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ ও জটিল রূপ লাভ করেছে। আর্থিক খাতের পণ্য ও সেবার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোর এ বিষয়ক নিয়ন্ত্রণ কাঠামোর পুনর্মূল্যায়ন ও পুনর্বিন্যাস প্রয়োজন। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বর্তমানে বিদ্যমান ও ভবিষ্যৎ পণ্য এবং সেবাসমূহের বিভিন্ন বিষয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য প্রণীত 'Guidelines on Products and Services of Financial Institutions in Bangladesh' টিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। গ্রাহক-স্বার্থ সংরক্ষণ বাংলাদেশ ব্যাংকের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। এ গাইডলাইন্সটির মাধ্যমে তা নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। একই সাথে পরিবর্তনশীল ব্যবস্থায় খাপ খাইয়ে নিতে এই গাইডলাইন্স আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে আরও নমনীয়তা প্রদান করবে। এটি প্রতিষ্ঠানসমূহের পণ্য ও সেবা সংক্রান্ত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন এবং নতুন পণ্য ও সেবা উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা আনয়নেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য কস্ট অব ফান্ড ইনডেক্স

২০১৩ সালে প্রকাশিত গাইডলাইন্স অব বেজ রেট অ্যান্ড কস্ট অব ফান্ড অনুযায়ী আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিয়মিতভাবে তাদের বেজ রেট এবং কস্ট অব ফান্ড বিবরণী বাংলাদেশ ব্যাংকে প্রেরণ করতে হয়। এসব বিবরণীর ভিত্তিতে বাংলাদেশ ব্যাংক 'কস্ট অব ফান্ড ইনডেক্স' নামে একটি সমন্বিত বিবরণী প্রস্তুত করে বাংলাদেশ ব্যাংকের ওয়েবসাইটে আপলোড এবং প্রতিমাসে ইনডেক্স হালনাগাদ করে থাকে।

উল্লেখ্য বেজ রেট হলো সর্বনিম্ন সুদ হার যে হারে ঋণ/লিজ দেওয়া হয়। সুনির্দিষ্ট কোনো নীতিমালা না থাকায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের নিজস্ব পদ্ধতিতে সুদ হার নির্ধারণ করে থাকে। কিছু আর্থিক প্রতিষ্ঠান ভাসমান পদ্ধতিতে সুদ হার নির্ধারণ করে। আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক ভাসমান সুদ হার পদ্ধতির ক্ষেত্রে রেফারেন্স রেটের জন্য কোনো আদর্শ মান সুনির্দিষ্ট না থাকায় একটি গ্রহণযোগ্য রেফারেন্স হিসেবে কস্ট অব ফান্ড ইনডেক্স ব্যবহৃত হচ্ছে। বেজ রেট সিস্টেম সুদ হার নির্ধারণ পদ্ধতিকে সহজতর এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের হিসাবরক্ষণ ও দায়িত্বে স্বচ্ছতাকে আরও নিশ্চিত করবে। এর ব্যবহারের মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের তহবিল ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালী করতে পারবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ অনৈতিক সুদ হার পরিহার করতে সক্ষম হবেন।

উপসংহার

আর্থিক প্রতিষ্ঠান খাতে কঠোর নীতিমালা ও শৃঙ্খলা আনয়নে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ অবিরাম কাজ করছে। কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক এবং নির্ধারিত সময়ে পরিদর্শন এবং নির্ধারিত সময়ে রুটিন পরিদর্শন সম্পন্নের লক্ষ্যে এই বিভাগের অধীনে একটি পৃথক ভিজিলেন্স সেল গঠন করা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ান্তরে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মক্ষমতা মূল্যায়ন এবং দুর্বল ও সমস্যাগ্রস্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠান চিহ্নিত করার লক্ষ্যে 'Guidelines on Early Warning Systems for Weak and Problem Financial Institutions' প্রণয়ন করা হয়েছে যার মাধ্যমে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশে একটি গুণগত পরিবর্তন আনতে সহায়তা করবে। আর্থিক খাতে অধিকতর শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ বিভিন্ন সুদূরপ্রসারী কৌশল যেমন স্বয়ংক্রিয় শ্রেণিবিন্যাস নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, মামলা-মোকদ্দমা সম্পর্কিত কেস এর স্বয়ংক্রিয় পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি, প্রুডেন্সিয়াল গাইডলাইন্স হালনাগাদকরণ প্রভৃতি নিয়ে কাজ করছে।

অদূর ভবিষ্যতে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ ব্যাংকিং খাতের পাশাপাশি অধিকতর সক্রিয় অর্থনৈতিক খাতে পরিণত হবে যা ব্যাপক এবং টেকসই প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করবে এবং বাংলাদেশ সরকারের ভিশন ২০২১ এর লক্ষ্যসমূহ অর্জনে সহায়তা করবে।

■ *লেখক : জিএম, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগ, প্র.কা.*

ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (এনআইবিএম)

পুনেতে প্রশিক্ষণ

মোহাম্মদ ইফতেখার আওয়াল ভূইয়া

ভারতের শিক্ষার শহর পুনেতে অবস্থিত ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ব্যাংক ম্যানেজমেন্ট (এনআইবিএম) আয়োজিত ট্রেজারি ম্যানেজমেন্ট শীর্ষক ট্রেনিং প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করতে গত বছর ১৪ জুলাই সকালে জেট এয়ারের ফ্লাইটে যাত্রা করি। পাসপোর্টে ভিসা ছাড়া এ প্রথম বিদেশ যাত্রা, কারণ বাংলাদেশি অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের জন্য ভারত ভ্রমণে ভিসা লাগে না। দিল্লি হয়ে পুনের ফ্লাইট। দুপুর নাগদ দিল্লি পৌঁছে যাই। দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক এয়ারপোর্টে অফিসিয়াল পাসপোর্টের সুবিধা পেলাম। অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের জন্য ইমিগ্রেশনের পৃথক কাউন্টার। সেখানে পৌঁছার মুহূর্তে আমিই একমাত্র অফিসিয়াল পাসপোর্টধারী যাত্রী। ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই ইমিগ্রেশনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন হলো। পুনের ফ্লাইট আরও দুই ঘণ্টা পর। সময়টা কাটানোর জন্য ডিউটি ফ্রি শপে উইন্ডো শপিং শুরু করলাম। একটি শপ পাওয়া গেল রাজস্থানের ঐতিহ্যবাহী পোশাক ও অন্যান্য সামগ্রীর। শপটির সামনে রাজস্থানি সাজে সজ্জিত দুজন শিল্পী বাদ্যযন্ত্র নিয়ে গান করছে আর তা উপভোগ করছে বিভিন্ন দেশের লোকজন। আমিও তাদের সাথে যোগ দিলাম। কফির মগে চুমুক দিতে দিতে অসাধারণ সুরের কিছু লোকজ গান উপভোগ করলাম। এরপর পুনের উদ্দেশ্যে যাত্রা। বিকাল নাগাদ পৌঁছে গেলাম পুনে। ডমিস্টিক ফ্লাইট, তাই এয়ারপোর্টে তেমন কোনো আনুষ্ঠানিকতা নেই।

রাজস্থানি সাজে সজ্জিত শিল্পীদের গান ও নাচ

প্রশিক্ষণের আলোচ্যসূচিতে Exchange Arithmetic, Forex Interbank Market, Managing forex counterparty Risk, Forex Hedging and accounting system, Basic bond analysis, Inflation indexed bonds, Valuing floating rates bonds, Guidelines for Repo/Reverse Repo transaction, Basics on CRR and SLR, Financial Derivatives ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ও প্রাসঙ্গিক বিষয় অন্তর্ভুক্ত ছিল। আলোচকবৃন্দ ছিলেন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে যথেষ্ট অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। তাঁদের আলোচনা এতটাই প্রাসঙ্গিক, কার্যকরী, শিক্ষণীয় ও উপভোগ্য ছিল যে একজন আলোচক একটানা দুই থেকে তিন ঘণ্টা প্রশিক্ষণার্থীদের মনোযোগ ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছেন। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রা বাজার আমাদের তুলনায় অনেক বড় ও সংগঠিত। আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা বাজারের তুলনায় তাদের ইনস্ট্রুমেন্টও বেশি। দুদেশেরই বৈদেশিক মুদ্রা বাজারে প্রচলিত ইনস্ট্রুমেন্টগুলো ভারতে কিভাবে বিনিময়, হিসাবায়ন ও রেগুলেট হচ্ছে সে বিষয়ে ধারণা নেবার ও আমাদের দেশের ক্ষেত্রে তা কিভাবে হচ্ছে তার সাথে আমি মিলিয়ে নেয়ার চেষ্টা করেছি। পাশাপাশি যে সকল ইনস্ট্রুমেন্ট আমাদের দেশে এখনো প্রচলিত হয়নি তবে ভবিষ্যতে আসতে পারে সেগুলো কিভাবে বিনিময়, রেগুলেট হচ্ছে সে সম্পর্কেও ধারণা নিতে চেষ্টা করেছি।

এনআইবিএমে দেখা হলো বাংলাদেশের একটি বেসরকারি ব্যাংকে কর্মরত তিনজন কর্মকর্তার সাথে যাদের একজন আমার সাথে একই ব্যাচে এমবিএম করেছে। অনেকদিন পর দেখা হয়ে খুবই ভালো লাগল। তারা এই প্রথম দেশের বাইরে এসেছে, তাই সাথে করে নিয়ে এসেছে অনেক শপিংয়ের আবদার। হিন্দি ভাষা জানা না থাকায় তারা কেনাকাটায় দর কষাকষি করতে পারছিল না। অটোচালকরাও তাদের কাছে প্রায় দ্বিগুণ ভাড়া দাবি করছিল। কথা চালিয়ে নেবার মতো হিন্দি ভাষাটা আমার জানা ছিল বলে তাদের অনুরোধে দোভাষীর দায়িত্ব পালন করতে হয়। এতে তাদের খুবই সুবিধা হলো কারণ বাড়তি অটো ভাড়া দিতে হলো না। কেনাকাটায় দর কষাকষি ও কোথায় কোন জিনিস ভালো পাওয়া যাবে তার খোঁজ করা সহজ হয়ে গিয়েছিল। পুনে শহরে দেখলাম বাইক খুবই জনপ্রিয় বাহন। লক্ষণীয় বিষয় হলো, বাইকের চালকের আসন বা চালকের পিছনে বসা বা অটোরিক্সায় বসা মেয়েদের অনেকেই এমনভাবে হিজাব পড়া যে শুধু চোখ দেখা যায়। ভেবেছিলাম মুসলিম কমিউনিটির খুব পর্দানশিন মেয়ে হবে। বিষয়টি নিয়ে এক অটোচালককে প্রশ্ন করে জানতে পারলাম বন্ধুদের সাথে ঘুরতে, বেড়াতে বা অভিসারে যাবার সময় পরিবারের বা পরিচিত কেউ যাতে চিনতে না পারে সেজন্য এ ব্যবস্থা।

আমার ফিরতি ফ্লাইট ছিল কলকাতা হয়ে। কলকাতার নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বিমানবন্দরের নতুন চেহারা দেখে চমৎকৃত হলাম। আগের সেই ভগ্নদশা আর অপরিচ্ছন্নতার পরিবর্তে সুসজ্জিত, ঝকঝকে বিমানবন্দর দেখে মনে হলো আমাদের বিমানবন্দরগুলো কবে যে চেহারা বদলাবে ! বোর্ডিং পাসের জন্য লাইনে অপেক্ষারত অবস্থায় লক্ষ করলাম ঢাকাগামী অধিকাংশ যাত্রী ভারতীয় পাসপোর্টধারী। কয়েক বছর পূর্বে দেখেছিলাম কলকাতা হতে ঢাকাগামী অধিকাংশ যাত্রী ছিল বাংলাদেশি পাসপোর্টধারী। কয়েকজন সহযাত্রীর সাথে আলাপে জানলাম এরা কেউ বাংলাদেশে ব্যবসা করছে, কেউ চাকরি করছে। অসংখ্য বেকারের এই দেশে অনেক ভারতীয় তাদের যোগ্যতায় কর্মসংস্থান করে নিতে পেরেছে। যা দেখে আমাদের মানবসম্পদ উন্নয়ন ও সক্ষমতা বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা আবারও উপলব্ধি করলাম।

■ *লেখক : ডিডি, এফআরটিএমডি, প্র.কা.*

শর্তসংবলিত অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের প্রস্তাব (বেইলআউট) প্রত্যাখ্যান করল গ্রিসের জনগণ

তিন সপ্তাহ বন্ধ থাকার পর গত ২০ জুলাই ২০১৫ খুলে দেয়া হয় গ্রিসের ব্যাংকগুলো। এর পূর্বে দাতাদের দেয়া কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের শর্তসংবলিত অর্থনীতি পুনরুদ্ধার কর্মসূচির (বেইলআউট) বিপক্ষে ভোট দেয় গ্রিসের জনগণ। দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রকাশিত গণভোটের চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায় 'না' ভোট পড়েছে ৬১ দশমিক ৩ শতাংশ, 'হ্যাঁ' ভোট পড়েছে ৩৮ দশমিক ৭ শতাংশ। এর আগে গ্রিস আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের ১.৬ বিলিয়ন ইউরোর বকেয়া ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হয়। ঋণসংকটে জর্জরিত গ্রিসে জরুরি তারল্য সরবরাহের জন্য দাতারা কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের শর্তসংবলিত অর্থনীতি পুনরুদ্ধার কর্মসূচির প্রস্তাব করে। কিন্তু দাতাদের প্রস্তাব গ্রিসের জন্য অবমাননাকর হিসেবে তুলে ধরে গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী অ্যালেক্সি সিপ্রাস প্রস্তাবটির পক্ষে-বিপক্ষে গণভোট আহ্বান করেন এবং প্রস্তাবের বিপক্ষে 'না' ভোট দিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেন। অন্যদিকে ইইউ'র প্রধান জ্যঁ-ক্লদ, জার্মান চ্যান্সেলর আঙ্গেলা ম্যার্কেল, ফরাসি প্রেসিডেন্ট ফ্রাঁসোয়া ওলাঁদ, ইতালির প্রধানমন্ত্রী মাত্তিও রেনাজিসহ অন্যান্য ইইউ নেতা প্রস্তাবটিতে 'হ্যাঁ' ভোট দেয়ার পক্ষে ছিলেন। দেউলিয়া হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় গ্রিসের জনগণ এক সপ্তাহের কম সময়ের মধ্যে ব্যাংকগুলো থেকে ৪০০ কোটি ইউরোর বেশি তুলে নেয়। অবস্থা সামাল দিতে সরকার কয়েক সপ্তাহের জন্য ব্যাংক বন্ধ করে দেয়। কড়াকড়ি আরোপ করা হয় এটিএমে টাকা উত্তোলনের উপরও, দৈনিক ৬০ ইউরোর বেশি উত্তোলন করা যাবে না। অবস্থা এতটাই নাজুক হয়ে পড়ে যে, মানুষ দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করে দৈনন্দিন চাহিদা পূরণ করে। তবে ইউরোপিয়ান দাতা দেশ ও সংস্থার শর্ত মেনে নিয়ে অর্থনীতি পুনরুদ্ধার কর্মসূচি শুরুর বিপক্ষে অবস্থান নেয়ায় গ্রিস ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন থেকে ছিটকে পড়তে পারে।

গ্রিসের জনগণ দীর্ঘ লাইনে দাঁড়িয়ে এটিএম বুথ থেকে টাকা উত্তোলন করছে

স্থানীয় মুদ্রা তুলে নিচ্ছে জিম্বাবুয়ে

১০০ ট্রিলিয়ন জিম্বাবুয়ান ডলারের ব্যাংকনোট

আগামী কয়েক মাসের মধ্যে জিম্বাবুয়ে তাদের স্থানীয় মুদ্রা (জিম্বাবুয়ান ডলার) বাজার থেকে তুলে নেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংকের মতে, যেহেতু জিম্বাবুয়ে ২০০৯ সালে শুরু হওয়া মাল্টিকারেন্সি পদ্ধতি প্রবর্তন সম্পন্ন করেছে, সেহেতু একই সাথে দুই ব্যবস্থা চালু রাখার প্রয়োজন নেই। জিম্বাবুয়ানরা ১৫ জুন থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ এর মধ্যে স্থানীয় মুদ্রার পরিবর্তে ইউএস ডলার সংগ্রহ করতে পারবে। এ সময়ের মধ্যে ব্যাংকে গচ্ছিত জিম্বাবুয়ান ডলারও ইউএস ডলারে পরিবর্তিত হয়ে যাবে। এক্ষেত্রে যেসকল ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সর্বোচ্চ ১৭৫ কোয়াড্রিলিয়ন জিম্বাবুয়ান ডলার রয়েছে সেগুলোতে এর পরিবর্তে পাঁচ ইউএস ডলার প্রদান করা হবে। আর যেসকল অ্যাকাউন্টে এর বেশি জিম্বাবুয়ান ডলার থাকবে সেগুলোতে প্রতি ৩৫ কোয়াড্রিলিয়ন জিম্বাবুয়ান ডলারের পরিবর্তে এক ইউএস ডলার প্রদান করা হবে। এছাড়াও যেকোনো গ্রাহকের নগদ জিম্বাবুয়ান ডলারও ব্যাংকগুলো ইউএস ডলারে পরিবর্তন করে দিবে। উল্লেখ্য, জিম্বাবুয়ে ২০০৯ সাল থেকেই ইউএস ডলার ও দক্ষিণ আফ্রিকার র‍্যান্ড ব্যবহার করে আসছে। হাইপার মূল্যস্ফীতির কারণে দেশটির স্থানীয় মুদ্রা প্রায় মূল্যহীন হয়ে যাওয়ায় এ অবস্থার সৃষ্টি হয়। ২০০৮ সালে দেশটির মূল্যস্ফীতি প্রায় ৫০০ বিলিয়ন শতাংশে দাঁড়ায় এবং অর্থনৈতিক মন্দা অসহনীয় পর্যায়ে পৌঁছায়। রিজার্ভ ব্যাংক অব জিম্বাবুয়ের সর্বশেষ ও সর্বোচ্চ মূল্যমানের জিম্বাবুয়ান ডলার হলো ২০০৮ সালে ছাপানো ১০০ ট্রিলিয়ন জিম্বাবুয়ান ডলারের ব্যাংকনোট। যদিও এই নোটটি পাবলিক বাসের এক সপ্তাহের ভ্রমণের টিকিট কিনতে পর্যাপ্ত নয়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে দেশটি তার নিজস্ব মুদ্রা তুলে নিচ্ছে। অনেক জিম্বাবুয়ান বেশি লাভের আশায় পর্যটকদের কাছে স্মারক মুদ্রা হিসেবে জিম্বাবুয়ান ডলার বিক্রি করছে।

আন্তর্জাতিক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড পেল দি সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ফিলিপাইনস্

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে রেমিট্যান্স ব্যবহারে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করার স্বীকৃতিস্বরূপ আন্তর্জাতিক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড পেল দি সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ফিলিপাইনস্। প্রবাসীদের প্রেরিত অর্থ দেশটির আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে শিক্ষামূলক নানা কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ ও সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করার স্বীকৃতি স্বরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাংকটি গ্লোবাল ফোরাম অন রেমিট্যান্স অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (জিএফআরডি) এর বাৎসরিক 'পাবলিক সেক্টর অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করে। জিএফআরডি'র আয়োজক হলো বিশ্বব্যাংক, ইউরোপিয়ান কমিশন এবং জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল ফান্ড ফর এগ্রিকালচারাল ডেভেলপমেন্ট (আইএফএডি) এর মতো খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। ফিলিপাইনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের 'ইকোনমিক অ্যান্ড ফিন্যান্সিয়াল লারনিং প্রোগ্রাম' প্রবাসী কর্মী ও সুবিধাভোগী পরিবারগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক বিভিন্ন বিষয়ে সচেতনতা বাড়াতে কাজ করে। বিশ্বব্যাংকের তথ্যমতে- ২০১৩ সালে ফিলিপাইনে ২৬.৭ বিলিয়ন ডলার রেমিট্যান্স আসে, যা চিন ও ভারতের পর তৃতীয় বৃহত্তম। এখনো বিশ্বব্যাপী রেমিট্যান্সের সিংহভাগ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহনির্মাণ, চিকিৎসা ও শিক্ষাখাতে ব্যয় হয়। মাত্র ২০ ভাগের কাছাকাছি সঞ্চয়, বিনিয়োগ ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে ব্যবহৃত হয়। ফিলিপাইনের কেন্দ্রীয় ব্যাংক রোড শো ও অন্যান্য কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি বাড়াতে রেমিট্যান্সের অপার সম্ভাবনার বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে সক্রিয়ভাবে কাজ করে। দি সেন্ট্রাল ব্যাংক অব ফিলিপাইনস্ এর গভর্নর আমানডো টেট্যানগকো বলেন, ফিলিপিনোরা রেমিট্যান্সের অর্থ বর্তমানে আগের চেয়ে অনেক বেশি সঞ্চয়ী এবং উৎপাদনমুখী কাজে ব্যয় করে। চলতি বছরের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে পরিচালিত দি কনজ্যুমার এক্সপেকটেশন জরিপ মতে, বর্তমানে আগের চেয়ে বেশি সংখ্যক ফিলিপিনো তাদের রেমিট্যান্সের অর্থ বিনিয়োগ করে। তাদের সঞ্চয় ২০০৭ সালের ৭.২ শতাংশ থেকে বেড়ে বর্তমানে ৪৯.৭ শতাংশে পৌঁছেছে।

■ *গ্রন্থনা : আনোয়ার উল্যাহ্, এডি, ডিসিপি, প্র.কা.*

মাসিক ঘরোয়া পত্রিকা ● ৪১ খণ্ড ● সংখ্যা ৮ ● শ্রাবণ - ভাদ্র ১৪২২ ● আগস্ট ২০১৫ ● রেজিস্ট্রেশনঃ ৩০/৭৫

নতুন টাকার সুবাসে আমাদের ঈদ

ঈদ মানেই যেন নতুন নোট। বান্ডিলে বাঁধা কড়কড়ে নতুন টাকার স্পর্শ আর গন্ধটা এক্কেবারেই আলাদা। শৌখিন মানুষের কাছে ঈদে নতুন জামা-কাপড়ের মতো নতুন টাকার কদরও বেড়ে যায় ব্যাপকহারে। বিশেষ করে ঈদের দিনে প্রিয়জনের হাতে সেলামি তুলে দিতে নতুন টাকার কচকচে নোট না হলে যেন চলেই না। শুধু ছোটরা কেন ? নতুন টাকা হাতে পেলে বড়দেরও মন ভালো হয়ে ওঠে।

আর তাইতো প্রতিবছরই ঈদের সময় নতুন নোট বাজারে ছাড়া হয়। এবারও ঈদুল ফিতরকে সামনে রেখে ২২ হাজার কোটি টাকার নতুন নোট বাজারে ছাড়ে বাংলাদেশ ব্যাংক। ২২ হাজার কোটি টাকার নতুন নোটের মধ্যে ১৯ হাজার কোটি টাকা নতুন এবং পুনঃপ্রচলন তিন হাজার কোটি টাকার। রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলোর বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে নতুন নোট বিনিময় কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। ঈদ আয়োজনে নতুন টাকা সংগ্রহের অংশ হিসেবে গ্রাহকরা দুই টাকা, পাঁচ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকাসহ বিভিন্ন মূল্যমানের নতুন নোট ও কয়েন সংগ্রহ করেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের সরাসরি তত্ত্বাবধানে ঢাকাসহ চট্টগ্রাম, খুলনা, সিলেট, বগুড়া, রাজশাহী, রংপুর ও বরিশাল শহরের বাণিজ্যিক ব্যাংকের মাধ্যমে নতুন টাকা দেয়া হয়। এছাড়াও ময়মনসিংহ ব্যতীত বাংলাদেশ ব্যাংকের সব শাখায় নতুন নোট সংগ্রহ করতে পেরেছেন গ্রাহকরা। উল্লেখ্য,বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন কাউন্টার থেকে একজন গ্রাহক সর্বোচ্চ নয় হাজার পাঁচশত টাকার নতুন নোট নিতে পেরেছেন। তবে গ্রাহক তার ইচ্ছেমতো বিভিন্ন মূল্যমানের কয়েন সংগ্রহ করেছেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যালয়ে সকাল সাড়ে নয়টা থেকে দুপুর আড়াইটা পর্যন্ত আগত প্রত্যেক গ্রাহককে দুই টাকা, পাঁচ টাকা, ১০ টাকা ও ২০ টাকা মূল্যমানের নতুন নোট বিনিময় করতে দেখা যায়। এছাড়াও বাংলাদেশ ব্যাংকের মতিঝিল শাখায় ভিআইপিদের জন্য আলাদা একটি কাউন্টারসহ চারটি বিশেষ কাউন্টারের মাধ্যমে নতুন টাকা সরবরাহ করা হয়। একইসাথে সারাদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকের ২৭টি এবং ঢাকায় ২০টি শাখার মাধ্যমে গ্রাহকরা নতুন টাকা সংগ্রহ করেছেন।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পক্ষ থেকে বলা হয়, বেশিসংখ্যক নতুন নোট বাজারে ছাড়ার জন্য ঈদের সময়টাকে বেছে নেয়ার মূল কারণ হলো ঈদের আনন্দ সবার সাথে ভাগ করে নেয়া। ঈদের সময় অনেকেই সেলামি বা উপহার হিসেবে নতুন নোট যেমন দেয় তেমনি এই সময় নতুন টাকা পেতেও মানুষ খুবই পছন্দ করে।

তাইতো বাংলাদেশ ব্যাংকসহ বিভিন্ন ব্যাংকের কাউন্টারে নতুন টাকার জন্য দীর্ঘ লাইনে দাঁড়াতে দেখা গেছে অনেককেই। ঈদ যতই এগিয়ে আসে ব্যাংকের কাউন্টারেও বাড়ে দীর্ঘ লাইন। অন্যদিকে, এ সুযোগে চাহিদা বাড়ায় অনেকে কেনা-বেচাও করে থাকেন।

টাকার জন্ম হয় টাঁকশালে, ইস্যু হয় বাংলাদেশ ব্যাংকের মাধ্যমে। এরপর বিভিন্ন ব্যাংক, প্রতিষ্ঠান ও মানুষের হাতে হাতে চলতে থাকে টাকার জীবন। জীবনকাল শেষে এই টাকা আবার জীর্ণ, শীর্ণ, ছেঁড়া-ফাটা, জোড়াতালি অবস্থায় ফিরে আসে বাংলাদেশ ব্যাংকে।

■ *পরিক্রমা নিউজ ডেস্ক*

বাংলাদেশ ব্যাংকের ডিপার্টমেন্ট অব কমিউনিকেশন্স এন্ড পাবলিকেশন্স এর মহাব্যবস্থাপক এফ. এম. মোকাম্মেল হক কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত।
ফোন : ৯৫৩০১৪১; ই- মেইল : bank.parikroma@bb.org.bd; ওয়েবসাইট : www.bb.org.bd; মুদ্রণে : অলিম্পিক প্রোডাক্টস প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং, ১২৩/১, আরামবাগ, ঢাকা।